চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 157 Wednesday, 8 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৫৭ সংখ্যা ✱ ২৫ বৈশাখ, ১৪৩১, বুধবার, ৮ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

লোকসভা নির্বাচনের মরশুমে বড় খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দেশখালি স্টিং অপারেশন। আর তা প্রকাশ্যে আসতেই বেকায়দায় পড়েছে বিজেপি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

এই ভোট আমরা নাগরিক থাকবো কিনা, তার ভোট। আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলছে। প্রধান মন্ত্রী আমাদের ঘুসপেটিয়া বলেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

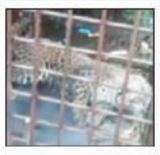

খাঁচাবন্দি হলো চিতাবাঘ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চিনচুলা চা বাগানের শ্রমিকরা। কয়েকদিন চিতাবাঘের আতঙ্কে দিন কাটছিল কালচিনি চা বাগানের বাসিন্দাদের। ...বিস্তারিত পাতা ৭

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিশ্চিত করলেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ। আইপিএলের মাঝেই দলের তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানকে ফিরে যেতে হয়েছিল দেশে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

২৬ হাজার চাকারি এখনই বাতিল নয়, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

১৯ হাজার চাকরি বৈধ এসএসসি

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর যে বড় প্রশ্ন উঠেছিল, তার উত্তর সন্ধানের একটা দিশা দেখাল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শুনানির পর সংক্ষিপ্ত রায়ে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়ে দিলেন, মূল বিষয় হল, নিয়োগের তালিকা থেকে কি যোগ্য ও অযোগ্য আলাদা করে বাছাই করা সম্ভব? তা যদি সম্ভব হয় তাহলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া তথা প্যানেল বাতিল করে দেওয়া ভুল হবে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ''আদালতকে আরও মাথায় রাখতে হবে যে নবম-দশম শ্রেণির এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করলে পঠনপাঠনও ব্যহত হবে। তাই যোগ্য ও অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব ধরে নিয়ে এই আদালতের সামনে এখন দায়িত্ব হল, তার মাপকাঠি স্থির করা।'' এদিন দীর্ঘ শুনানির শেষে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় আরও বলেন, ''সুবিচারের জন্য এই মামলায় দ্রুত শুনানি প্রয়োজন বলে শীর্ষ আদালত মনে করছে। সেই কারণে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ১৬ জুলাই ধার্য করা হচ্ছে।'' শীর্ষ আদালত এদিনের শুনানিতে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছে তার উপর এখনই পুরোপুরি স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ১৬ জুলাই পর্যন্ত আপাতত কারও চাকরি যাচ্ছে না। বা কাউকে বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে না। শুধু তা নয়, সুপার নিউমারেরি পোস্ট তৈরির জন্য কলকাতা হাইকোর্ট যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল, তার উপরেও অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ রইল। কিন্তু শীর্ষ আদালত এও পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি দেখা যায় কোনও ব্যক্তি বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাহলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবশ্যই বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে। প্রসঙ্গত, উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল যে ১২ শতাংশ সুদ সহ বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে। যোগ্যদের জন্য আশা বাঁচিয়ে রাখলেও শীর্ষ আদালত এদিন রাজ্য সরকারের আইনজীবী ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবীদের উদ্দেশে ধারাবাহিক প্রশ্ন তুলেছে? কেন সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করা হল, কেন প্যানেলের বাইরে অতিরিক্ত নিয়োগ করা হল, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের অতিরিক্ত সংখ্যা শিক্ষক ও অশিক্ষক

পরবর্তী শুনানি ১৬ জুলাই

কর্মচারী নিয়োগ করল বোর্ড সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ''এটা পরিকল্পিত জালিয়াতি। সরকারি চাকরি বর্তমান সময়ে খুবই অপ্রতুল এবং তা সামাজিক নিশ্চয়তার আঙ্গিকে দেখা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়াই যদি কালিমালিপ্ত হয়, তাহলে গোটা ব্যবস্থায় আর অবশিষ্ট কী থাকে? মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলবে। সেটা ফেরাবেন কী করে!'' প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ''ওএমআর শিট এবং স্ক্যান কপিগুলো কি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে? এত স্পর্শকাতর একটা বিষয়। তার পরেও ওএমআর শিট স্ক্যান করাতে টেন্ডার ডাকেননি কেন? কেনই বা ডিজিটাল মিরর কপি রাখা হয়নি?'' এমনকি আরটিআইয়ের প্রশ্নের জবাবে যে স্কুল সার্ভিস কমিশন মিথ্যে কথা বলেছিল, তাও এদিন প্রধান বিচারপতির প্রশ্নের মুখে স্বীকার করে নেন কমিশনের আইনজীবী। মঙ্গলবার সকাল থেকে সুপ্রিম কোর্টে তিন দফায় শুনানি হয়। বিকেলে স্বল্প অবসর নেওয়ার আগে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''সওয়াল জবাব থেকে বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি ভাবে ৮০০০ জনের নিয়োগ বেআইনি ছিল। আরও স্পষ্ট করে বললে ৮৩২৪ জনের নিয়োগ বেআইনি ভাবে হয়েছে। তাহলে গোটা প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার ভিত্তি কী?'' সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে এদিনের রায় ঘোষণা করে প্রধান বিচারপতি। যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করে বেছে নেওয়ার পক্ষে আপাতত রায় দেয় শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে ২০ মে থেকে গরমের ছুটি পড়ছে। আদালত খুলবে ৭ জুলাই। তার পর পরবর্তী শুনানি হবে। এদিন প্রথমে রাজ্য, তারপর এসএসসি, পর্ষদ, চাকরিহারাদের আইনজীবী একে একে সওয়াল করেন আদালতে। তারপর বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। নিয়োগ ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তা বোঝাতে শীর্ষ আদালতে জোরদার সওয়াল করেন বিকাশ। তাঁর দাবি, ১০-১৫ লাখ টাকায় চাকরি বিক্রি হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে প্রায় ২২ হাজার জনের চাকরি চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''সিবিআইয়ের বাজেয়াপ্ত করা ওএমআর শিটের সত্যতা অস্বীকার করেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন।'' বিকাশের যুক্তি, যে সংস্থাকে ওএমআর-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই নাইসার এখন আর অস্তিত্ব নেই। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবীর দাবি, ওএমআর থেকেই স্পষ্ট বিশাল দুর্নীতি হয়েছে। বিকাশ ভট্টাচার্যের যুক্তি শুনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের প্রশ্ন, ''সিবিআই যদি নিজেই জানায় ৮ হাজার ৩২৪ বেআইনি নিয়োগ হয়েছে, তাহলে গোটা প্যানেল বাতিলের কথা কেন বলছেন? এটা নিশ্চিত কিছু নিয়োগ দুর্নীতির জন্য হয়েছে।'' এদিন এসএসসি'র আইনজীবী সওয়াল করে বলেন, প্রায় ১৯ হাজার নিয়োগ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। ফলে এই নিয়োগকে বৈধ বলা যেতে পারে। সঙ্গে তিনি জানান, অবৈধ নিয়োগ বেশি হয়েছে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে। শিক্ষকপদে অবৈধ নিয়োগের সংখ্যা কম। নবম-দশমে প্রায় ৯ শতাংশ ও একাদশ-দ্বাদশে প্রায় ১২ শতাংশ।

সন্দেশখালিতে পুলিশই স্টিং অপারেশন করে ভিডিও ভাইরাল করে, চাঞ্চল্যকর দাবি সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে এবার মারাত্মক অভিযোগ আনলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশই এই স্টিং অপারেশন চালিয়েছে। তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে পুরো খবর চলে এসেছে যে একজন সাংবাদিককে সামনে বসিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দারা এই স্টিং অপারেশন চালিয়েছে। পুলিশ করিয়েছে। প্রথম এই ভিডিও পুলিশের হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট হয়। এবং ভিপিএন লাগিয়ে, মাস্কিং করে, যাতে বোঝা না যায় কে এটি পোস্ট করেছে। তার তদন্ত চলছে। যে পুলিশ অফিসার ও তার দল এটি করেছে, কেউ বাঁচবে না। তাদেরও আমরা জেলে পাঠাবো।'' শনিবার

সকালে সন্দেশখালির বিজেপি নেতার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে ওই বিজেপি নেতাকে বলতে শোনা গিয়েছে যে সন্দেশখালির ঘটনা পুরোটাই সাজানো। মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনাও মিথ্যে। তবে এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এই ভাইরাল ভিডিওয় যে বিজেপি নেতার স্বীকারোক্তি সামনে এসেছে, সেই গঙ্গাধর কয়াল বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। এই ভিডিও সামনে আসার পরে তিনি নিজেও সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এই ভাইরাল ভিডিওয় বিজেপির সন্দেশখালির নেতা গঙ্গাধরকে বলতে শোনা যায়, তাদের দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করানো হয়েছে। এবং গোটা বিষয়টির জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছিল সন্দেশখালি। কারণ মহিলাদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান-সহ তাঁর অন্য অনুগামীরা। ভাইরাল এই ভিডিও তৃণমূলের হাতে পাল্টা লড়াইয়ের অস্ত্র তুলে দেয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাই ভোটের আগে এই ভিডিও নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায়। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্তবাবু এই স্টিং অপারেশন পুলিশই করিয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ তোলায় নতুন করে শোরগোল পড়ে যায়।

মিথ্যেবাদীদের গ্যাস বেলুনের গ্যাস খাবেন না, শরীর খারাপ হবে মমতা

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়া, ৭ মেঃ বিজেপিকে মিথ্যেবাদীদের দল বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে এদিন বিষ্ণুপুরের পাত্রসায়েরের গরুহাট তলা মাঠের নির্বাচনী সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''মিথ্যেবাদীদের দল বিজেপি বলছে, আমরা নাকি ১০০ দিনের কাজের টাকায় দুর্নীতি করেছি, তাই কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে।'' এরপরেই মমতা বলেন, ''ওরে গর্দভের দল ভাজপা মনে রাখিস, আমরা দুর্নীতি করিনি। বরং আমরা ১০০ দিনের কাজে ২৪ কোটি টাকা বাঁচিয়েছি।'' সভায় উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে মমতা বলেন, ''মিথ্যেবাদীদের গ্যাস বেলুনের গ্যাস খাবেন না, শরীর খারাপ হবে!'' তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''এটা কেন্দ্রের ভোট। মোদি কী বলেছিল, আর কী করেছে, সেটা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে এসেছি। বলেছিল অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পাবেন, কেউ ৫০ হাজার টাকা পেয়েছেন? বিদ্যুৎ থেকে গ্যাস, সব নাকি মোদি সরকার বিনা পয়সা দিচ্ছে! আপনাদের মধ্যে এরকম কেউ আছেন নাকি, যাকে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের টাকা দিতে হয় না?'' খানিক থেমে মমতা বলেন, ''একুশের ভোটের আগে আমরা কি বলেছিলাম। লক্ষ্মীর ভান্ডার করব, করেছি, টাকাও বেড়েছে। স্টুডেন্টসদের স্মার্ট কার্ডে ১০ লাখ টাকা দিচ্ছি, কৃষকদের ১০ হাজার টাকা ভাতা, আদিবাসীদের জয়জোহার ভাতা। মনে রাখবেন-তৃণমূল বিজেপির মতো ভাঁওতাবাজ পার্টি নয়। প্রতিশ্রুতি দিলে তা রাখতে জানে।'' তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে গাড়িতে করে আরএসএস আর বিজেপির লোকেরা মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে লোকের বাড়িতে টাকা দিতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে মমতা বলেন, ''আগামী দিনে বাংলায় চারটে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হচ্ছে। তার একটা ডানকুনি থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে রঘুনাথপুর যাবে। দেড় লক্ষ চাকরি হবে। দয়া করে

আর কেউ চাকরির জন্য বাইরে যাবেন না।'' এদিন পুরুলিয়ায়ও একটি সভা করেন মমতা। পুরুলিয়ার পাড়ায় শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রীর মোবাইলে হঠাৎ মেসেজ আসে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বক্তব্য থামিয়ে মমতা মেসেজে চোখ রাখেন। এরপরই তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এখনই জানতে পারলাম। সেখানে ভোট দিতে যাওয়ায় একজনকে পিটিয়ে মেরে রোদ্দুরের মধ্যে ফেলে রেখেছে।'' মঙ্গলবার সারা দেশে তৃতীয় দফার ভোট সম্পন্ন হয়। বিজেপির অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশ। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, বিজেপি ফের দেশের ক্ষমতায় এলে আগামীদিনে উত্তরপ্রদেশের মতো সারাদেশেই বিজেপি দুস্কৃতী-রাজ নামিয়ে আনবে। এই প্রসঙ্গে কমিশনকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আপনারা কী মনে করেন, উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় কমিশন বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে? মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মোদি কোড অফ কন্ডাক্টে পরিণত হয়েছে। যা খুশি করে যাচ্ছে।'' একই সঙ্গে মমতার হুঁশিয়ারি, বাংলায় এসব করতে এলে মানুষ রুখে দেবে। ৫ জনকে ভোট দিতে না দিলে ৫ লাখ মানুষ বিরুদ্ধে ভোট দেবে। প্রধানমন্ত্রীকে 'স্বেচ্ছাচারী রাজা' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা। সরাসরি মোদিকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, ''তুমি তো সিবিআইকে দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে ছেলেমেয়েদের চাকরি খেয়ে নিয়েছো।'' টেনে এনেছেন সন্দেশখালির প্রসঙ্গ, ''কয়েকহাজার টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালিতে মা, বোনেদের সম্মান নিয়ে খেলল বিজেপি। আপনারা সবটাই দেখলেন।'' বাম আমলে পুরুলিয়ার হাল কী ছিল, তাও মনে করাতে চেয়েছেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, ''১২ বছর আগে পুরুলিয়া অত্যাচারের আগুনে জ্বলত। জলও পাওয়া যেত না। আতঙ্কে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারত না, হাসপাতালে যেতে পারত না। রাত জেগে পুরুলিয়ায় ঘুরেছি, অযোধ্যায় গেছি। ভেবেছি, কীভাবে এখান থেকে অশান্তি দূর করা যায়।'' একদা অশান্ত পুরুলিয়ায় ফিরেছে শান্তি। সেকথা মনে করিয়ে মমতার আর্জি, পুরুলিয়ার শান্তি ধরে রাখতে হলে তৃণমূল ছাড়া কাউকে একটিও ভোট নয়।

সিপিএম এজেন্টকে মারধর, ভুয়ো এজেন্টকে কলার ধরে হিড়হিড় করে টেন বের করলেন মহম্মদ সেলিম

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ মেঃ সকাল থেকেই তিনি বুথে বুথে ঘুরছেন। এরই মধ্যে খবর আসে গোপীনাথপুরে ৩৬ নম্বর বুথে অশান্তি শুরু হয়েছে। সিপিএম এজেন্টকে মারধর করে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি সে বুথে পৌঁছন কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। আর তারপর একাই ভুয়ো এজেন্টকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে বুথের বাইরে বের করে দেন। ভুয়ো ভোটারের কথা শোনা গিয়েছে। এবার ভুয়ো এজেন্টের অভিযোগ তুললেন মহম্মদ সেলিম। গোপীনাথপুরে ৩৬ নম্বর বুথে ভুয়ো এজেন্ট ঢুকে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছিল এমনই অভিযোগ সেলিমের। বাম প্রার্থীর অভিযোগ, ওই বুথে সিপিএমের এজেন্ট ছিলেন মোস্তাক। তাঁকে মারধর করে ওই ভুয়ো এজেন্ট। বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। তারপরেই সেখানে রুদ্রমূর্তিতে এসে হাজির হন সেলিম। ভুয়ো

এজেন্টকে ধরে বুথের বাইরে বের করে দিয়ে আসেন। মহম্মদ সেলিম বলেন, ''ফর্ম চুরি করে আমার ও নির্দলের এজেন্টকে মেরে অন্য লোক বসে ছিল বুথে। তাদের গ্রেফতার করতে বলছি, সেক্টর অফিসার গ্রেফতার করছে না। অন্যদিকে এবার সেলিমের বিরুদ্ধেই মারধরের অভিযোগ করল তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাটি লোচনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুর ৩৯ নম্বর বুথের। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম সারিকুল ইসলাম। সারিকুল অভিযোগ করেছেন, সকাল থেকেই সিপিএম সমর্থকরা তাঁর ওপর চড়াও হন। পরে তাঁদের দলের প্রার্থী মহম্মদ সেলিম তাঁকে ধাক্কা দেন। অন্যদিকে, হিটলার সরকার নামে অন্য এক তৃণমূল কর্মীও একই অভিযোগ করেছেন সেলিমের বিরুদ্ধে। দাবি করেছেন, সেলিম তাঁকে কলার ধরে টেনেছেন, মারধরও করেছেন। তাঁকে গ্রেফতার করার দাবি তুলেছে তৃণমূল।

প্রধানমন্ত্রীর কথাতেই ব্যাকফুটে এসএসসি! দুর্নীতিকাণ্ডে মন্ত্রী-যোগের তথ্য শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৭ মেঃ সুপ্রিম কোর্টে আজ স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বীকার করে অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথার জেরেই এমনটা হয়েছে, দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। আজ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর নির্বাচনী জনসভা থেকে আক্রমণাত্মক মেজাজে স্কুল সার্ভিস কমিশন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছেন যোগ্য হয়েও যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে, লিগাল সেল খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই আজ এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে বলল, ১৯ হাজার যোগ্য চাকরিহারা হয়েছেন। আর ভুয়োদের দোকান খুলে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে, স্বপন দেবনাথরা বিক্রি করেছেন।'' শুভেন্দু এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়কে একযোগে নিশানা করেন। বলেন, ''এখানকার মন্ত্রীর গুণের শেষ নাই। মিঠা শয়তান। দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না। পান্তা, মুড়ি খাওয়ার ছবি দেন। তিনি কিন্তু খুব ভালো পিঠে খান। স্বপন দেবনাথের ঘরে জাল চাকরি দুটো রয়েছে। তপন চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে ২০১৪ সালে সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন।'' মমতা ও অভিষেককে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''আমার নাম ধরার সাহস নেই। গদ্দার বলেছেন মেদিনীপুরে গিয়ে। ২দিন আগে বলছিলেন, বিরোধীরা মানে আমাকে টার্গেট করে পিসি ভাইপো বলে। নাম বলুক দেখে নেব। পূর্বস্থলীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে বললাম, পিসির নাম মমতা আর ভাইপোর নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু করার থাকলে করে নেন। ভয় দেখিয়ে চমকে কিছু

করতে পারবেন না। কেউ আপনাকে ভয় করেন না।'' কৃষক, তাঁতি থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের মন জয়ের প্রয়াস চালিয়ে শুভেন্দু হাতিয়ার করেন বেকারত্ব ইস্যুকেও। বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছেন। সিপিআইএমের সময় বেকার ছিল ১ কোটি, আপনি সেটাকে ২ কোটি করেছেন। মাফলার জেলে গিয়েছে, এবার হাওয়াই চটিও যাবে।'' সন্দেশখালির যে ভিডিও নিয়ে তৃণমূল বিজেপিকে বিঁধেছে তার প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, ''ফেক ভিডিও দেখিয়ে কিছু হবে না। কয়লা ভাইপোকে আমি সাইজ করব। পিসিকে হারিয়েছি। ভাইপোর বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিন।'' পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ধরে তিনি বলেন, ''এখানকার বিধায়কও পিঠে খান। যাঁর সঙ্গে কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকেন সব তথ্য আছে। তৃণমূলের নেতাদের কাজকর্মের বিশাল লম্বা লিস্ট আমাদের কাছে আছে। কেষ্ট মণ্ডল এখন সকন্যা তিহার জেলে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। শেখ শাহজাহান আমার চামড়া প্যাকেটে ভরার আগে গুষ্ঠিশুদ্ধ প্যাকেট হয়েছে।'' শুভেন্দু এদিন বালি চুরি প্রসঙ্গেও সরব হন। বলেন, ''কেষ্ট মণ্ডল রাইস মিলের মালিক ছিলেন। এখানে সুব্রত পাল রয়েছেন। কৃষকদের ফলস অ্যাকাউন্ট বানিয়ে শয়ে শয়ে কোটি টাকা ধান চাষিদের বঞ্চিত করে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। রায়নার বামদেবও বালি চুরিতে যুক্ত। সকলের সময় সমান যায় না, মনে রাখবেন। স্বপন দেবনাথের সঙ্গে মিচকে শয়তান রবি চ্যাটার্জি রয়েছেন, মিচকে শয়তান, কয়েকশো কোটির মালিক। ৪ জুনের পর পার্টি অফিস খোলার লোক পাবেন না। কাটোয়ায় যেতে পারলাম না। বিজয় সমাবেশে আসব। তার আগে আগামী ১১ তারিখ রায়নায় সভা, কালনায় রোড শো করব।''

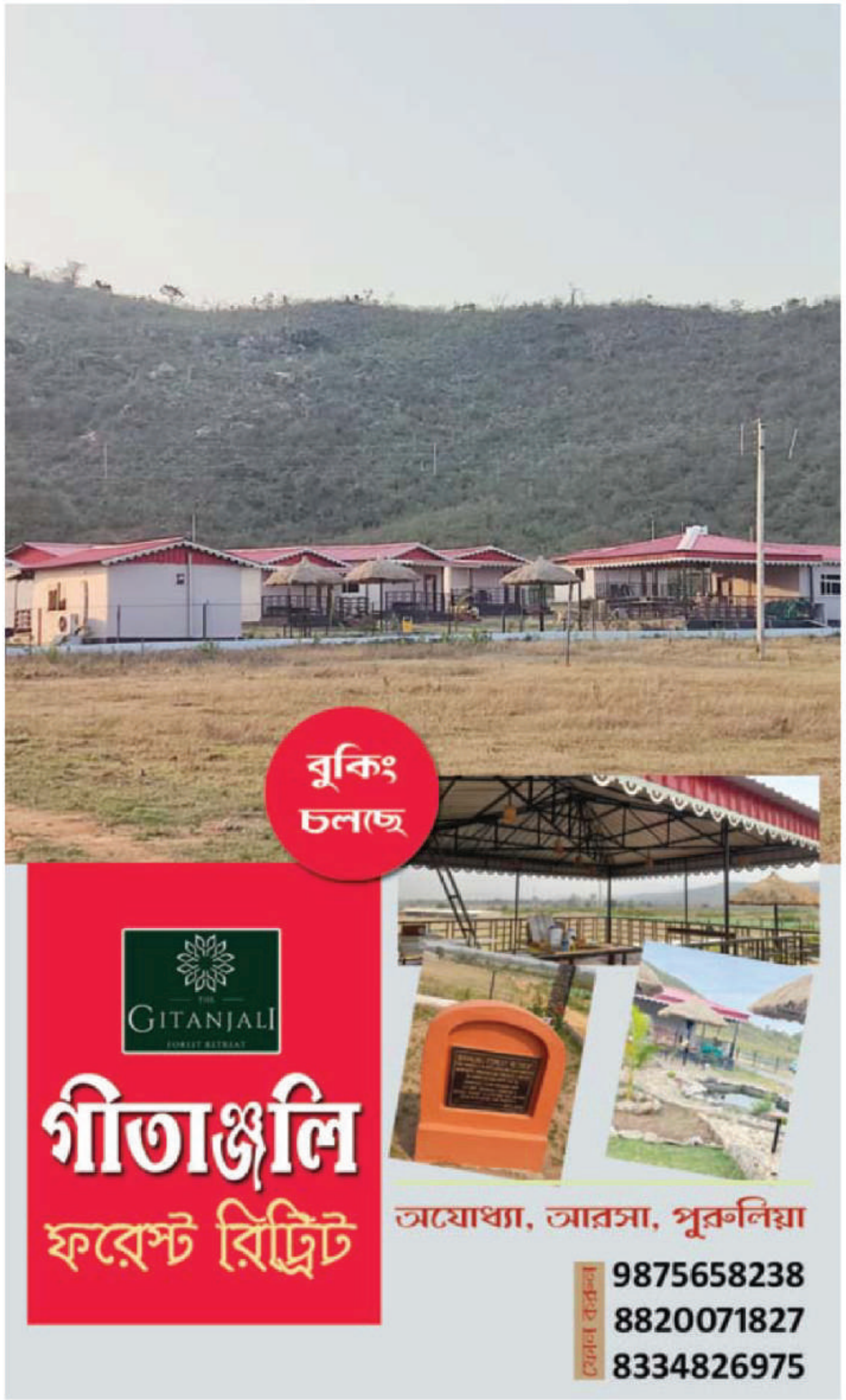

ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী, আপামর জনতাকে গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার আর্জি

আহমেদাবাদ, ৭ মে ঃ আহমেদাবাদের নিশান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিজের ভোটাধিকারের প্রয়োগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোট দেওয়ার পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'দেশবাসীকে আর্জি করব গণতন্ত্রে ভোটদান সাধারণ বিষয় নয়। দানের একটা মাহাত্ম্য রয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভোট দিন। এই জায়গায় আমি প্রতি বার ভোট দিই। কাল রাতেই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এখানে এসেছি।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার সকালেই ভোটদান কেন্দ্রে পৌঁছন। সকাল সকালই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ওই কেন্দ্রেই ভোট দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। একই সঙ্গে দুই নেতা ভোট দিতে যাচ্ছেন, তাদের দেখতে রাস্তার দু'পাশে উৎসাহী জনতা ভিড় করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোট হচ্ছে। আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন বেশি সংখ্যায় ভোট দেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন পরিচালনা বিশ্বের গণতন্ত্রগুলির জন্য একটি উদাহরণ, যা থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি কেস স্টাডি করা উচিত। প্রায় ৬৪টি দেশে নির্বাচন রয়েছে এবং তাঁদের সবগুলির একটি তুলনা করা উচিত। এই বছরটি যেন গণতন্ত্রের উদযাপন... আমি আবারও দেশবাসীকে বলছি বিপুল সংখ্যায় ভোট দিন এবং গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপন করুন।

ভোট দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, বললেন কর্ণাটকে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই

কালাবুরাগী, ৭ মে ঃকর্ণাটকের কালাবুরাগীতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মঙ্গলবার সকালে কালাবুরাগীর একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ভোট দেওয়ার পর খাড়গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, কর্ণাটকে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই।কালাবুরাগী সংসদীয় আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন উমেশ জি যাদব, এই আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হলেন রাধাকৃষ্ণণ। খা।গে এদিন বলেছেন, আমি বিগত ৫০ বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। ডি কে শিবকুমারের রিপোর্ট মতে, কর্ণাটকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব। বেঙ্গালুরু আসন একটু শক্ত, তবে আরও তথ্য আসার পর এ বিষয়ে আমরা স্পষ্ট হব। অন্যদিকে আহমেদাবাদতে গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। মঙ্গলবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই আহমেদাবাদের শীলজ প্রাথমিক স্কুলের পোলিং বুথে গিয়ে ভোট গিয়েছেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। নিজে ভোট দিয়েছেন এবং অন্যদেরও গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল বলেছেন, ভোট দেওয়া আমাদের সবার গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটারদের উচিত নিজেদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করা এবং ভারতকে ''বিশ্বগুরু'' হিসেবে গড়ে তুলতে নিজেদের অবদান রাখা উচিত...অন্যদিকে সেহরতে, মধ্যপ্রদেশের বিদিশা লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি এ বার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহনকে প্রার্থী করেছে। মঙ্গলবার এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। সকাল সকালই সপরিবারে সেহরের একটি বুথে ভোট দিতে আসেন শিবরাজ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যেরাও। এই কেন্দ্রে প্রতাপভানু শর্মাকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। এদিন সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন শিবরাজ সিং চৌহান।ভোট দেওয়ার পর শিবরাজ বলেছেন, গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। আমি ভোট দিয়েছি। ভোট গণতন্ত্রের প্রাণ, গণতন্ত্রের প্রতি উৎসর্গের প্রতীক। প্রত্যেকেরই ভোট দেওয়া উচিত। এদিন সকালে ভোট দেওয়ার পর শিবরাজের ছেলে কার্তিকেয় চৌহান বলেছেন, সংবিধান আমাদের ৫ বছরের জন্য সরকার নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। আপনি নিজের জন্য, নিজের দেশের জন্য ভোটদান করছেন। কে লাতুরতে, গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হলেন বলিউডের তারকা দম্পতি রিতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়া ডিসৌজা দেশমুখ। মঙ্গলবার সকালে সাধারণ জনসাধারণের সঙ্গে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন রিতেশ ও জেনেলিয়া। মহারাষ্ট্রের লাতুরের একটি ভোটদান কেন্দ্রে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাঁরা। ভোটদানের গুরুত্ব বোঝালেন তারকা দম্পতি।রিতেশ দেশমুখ বলেছেন, আমি ভোট দিতে মুম্বই থেকে লাতুরে এসেছি, সবার নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দেওয়া উচিত। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, সবার অবশ্যই ভোট দেওয়া উচিত। জেনেলিয়া বলেছেন, আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং আমি মনে করি সকলের ভোট দেওয়া উচিত।

সপরিবারে ভোট দিলেন অমিত শাহ, জনগণের ওপর পূর্ণ আস্থা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ৭ মে ঃ স্ত্রী, ছেলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু পরই আহমেদাবাদের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন অমিত শাহ।জনসাধারণের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন অমিত শাহ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ভোট দেওয়ার পর আহমেদাবাদের কামেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পুজো দেন অমিত শাহ ও তাঁর স্ত্রী সোনাল শাহ। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোট। আমি সমগ্র দেশের সমস্ত ভোটারদের কাছে এবং গুজরাটের ভোটারদের কাছেও আন্তরিক আবেদন জানাতে চাই, গণতন্ত্রের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধ দেশের স্বার্থে একটি স্থিতিশীল সরকার নির্বাচন করার জন্য। এমন একটি সরকার নির্বাচন করুন যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দারিদ্র্য দূর করতে চায়, একটি আত্মনির্ভর ভারত গড়তে চায়, একটি বিকশিত ভারত গড়তে চায় এবং সারা বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতকে এক নম্বরে নিয়ে যেতে চায়। অমিত শাহ আরও বলেছেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও ভোটের প্রবণতা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে, ভোটাররা এমন একটি সরকারকে নির্বাচন করবে যা স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি দেবে এবং ভারতকে দারিদ্রমুক্ত করবে। গণতন্ত্রের এই উৎসব উপলক্ষে, আমি সমস্ত দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাই এবং তাদের এই গণতন্ত্রের ডৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাই।

ভোট দিতে গিয়ে রাখি পেলেন মোদী

আহমেদাবাদ, ৭ মে ঃ মঙ্গলবার ঃসকালে আহমেদাবাদের নিশান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোট দিতে গিয়ে এক প্রৌঢ়ার কাছ থেকে পেলেন রাখি উপহার। সমর্থকদের আবদার মিটিয়ে অটোগ্রাফও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই, লোকশিল্পীদের গান-বাজনায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল ওই স্কুলে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এক ঝলক দেখতে সেখানে জড়ো হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। তাদের হাতে ছিল মোদীর ছবি, গলায় ছিল মোদী মোদী স্লোগান।নির্বাচনী ব্যস্ততার মধ্যেও আহমেদাবাদে এসে ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে এদিন অনেকটা সময় কাটান প্রধানমন্ত্রী। নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্য দিয়েই উপস্থিত জনতার সঙ্গে মিশে যেতে দেখা যায় তাঁকে। এরই মধ্যে এক প্রৌঢ়াকে দেখা যায়, নরেন্দ্র মোদীর হাতে রাখি বেঁধে দিতে। এরপর সমর্থকদের আবদারে নরেন্দ্র মোদী সমর্থকদের অটোগ্রাফও দেন। এছাড়াও সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবরও নেন প্রধানমন্ত্রী।

৮ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার পরীক্ষার্থী

কলকাতা, ৭ মে ঃ এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হবে ৮ মে, বুধবার। বুধবার দুপুর ১টায় ফল প্রকাশ করবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। দুপুর ৩টে থেকে ওয়েবসাইট মারফত ফলাফল জানা যাবে। মার্কশিট দেওয়া হবে ১০ তারিখ থেকে।এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ও শেষ হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার। গতবারের থেকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৬৩ হাজার। ২ হাজার ৩৪১টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়। একাধিক স্পর্শকাতর কেন্দ্রে ছিল মেটাল ডিটেক্টর। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর। সব পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান প্রবেশ পথ এবং ভেন্যু সুপারভাইজারের ঘরে সিসিটিভি ছিল। প্রশ্নফাঁস রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়।পরের বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ৩ মার্চ। শেষ হবে ১৮ মার্চ। আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পদ্ধতিও বদলাচ্ছে। সেমেস্টার নিয়মে হবে পরীক্ষা। এতদিন একবারই অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হত। এবার থেকে থেকে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে দু'বার। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নয়া পদ্ধতি চালু হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী, একাদশ ও দ্বাদশের পাঠ্যক্রমকে চারটি সেমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। এবার যারা মাধ্যমিক পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে, তারা এই পদ্ধতিতেই পড়াশোনা করবে। একাদশ ও দ্বাদশ মিলিয়ে চারটি সেমেস্টারে পরীক্ষা হবে।

হাজতেই থাকতে হবে সিসোদিয়াকে, ১৫ মে পর্যন্ত বাড়ল বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ৭ মে ঃ হাজতবাস থেকে মুক্তি মিলছেই না, আপাতত দিল্লির তিহার জেলেই থাকতে হবে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে। মঙ্গলবার মনীশ সিসোদিয়ার বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করল দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। আগামী ১৫ মে পর্যন্ত সিসোদিয়াকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় মঙ্গলবার মনীশ সিসোদিয়ার বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। এই মামলায় চার্জ গঠনের বিষয়ে আরও যুক্তিতর্কের জন্য আদালত ১৫ মে দিনটি ধার্য করেছে।

চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকদের মধ্যে ক'জন মাধ্যমিকের খাতা দেখেছিলেন? নয়া বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মাধ্যমিকে খাতা দেখেছেন চাকরিহারা এবং ' পরীক্ষকরাও। যা নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষামহলে।অনেকেরই মনে প্রশ্ন, যারা খাতা দেখেছেন, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই তো যিনি সম্প্রতি চাকরি হারিয়েছেন। সম্প্রতি প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। সেই তালিকায় থাকা কেউ পরীক্ষার খাতা দেখেছেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। বহু অভিভাবকের কথায়, বর্তমানে যে অবস্থা তাতে দাঁড়িয়ে একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে।যদিও এই বিষয়েমধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। পরীক্ষা শেষে বিদ্যালয়ের তরফে শিক্ষকদের নাম পর্ষদের কাছে পাঠানো হয়। কারা খাতা দেখবেন শুধুমাত্র সেই তথ্যই পর্ষদের কাছে থাকে। বাকি তথ্য নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে থাকে। মূলত এই খাতা দেখার নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে দু'বছর চাকরি করতে হবে শিক্ষককে। তারপরেই তিনি মাধ্যমিকের খাতা দেখার অনুমতি পান। ফলে হিসাব অনুযায়ী ২০১৬ সালে যারা চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই মাধ্যমিক খাতার দেখার কাজে অংশ নিয়েছেন অতীতে। এবার তারা সেই অযোগ্য না যোগ্য তালিকায় রয়েছে, তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।ঙশুধুমাত্র মাধ্যমিক নয়, এই বিতর্ক রয়েছে উচ্চমাধ্যমিককে ঘিরেও। ৮ মে প্রকাশিত হতে চলেছে এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। সেখানেও খাতা অভিযুক্তঃ শিক্ষকদের হাতে পড়েছে কি না, তা নিয়ে রযেছে বিতর্ক। এদিকে, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী চাকরি বাতিল হওয়ায় রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রায় ১৫ শতাংশ শিক্ষক কমেছে বলেই জানা গিয়েছে। তাই নিয়ে আগেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন পর্ষদ সভাপতি। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কীভাবে স্কুল পরিচালনা হবে তা জানি না। মাধ্যমিকের পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়ও একই কথা বললেন তিনি।

৬০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী,লণ্ডভণ্ড হতে পারে বাংলার ৮ জেলা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তাপপ্রবাহের দীর্ঘ ' পর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে সোমবার। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। বিকেলেই বেশ কিছু জেলায় হতে পারে কালবৈশাখী। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে ওই জেলাগুলিতে। আপাতত সারা সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। লণ্ডভণ্ড করতে পারে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি এই আট জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস।গতরবিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। সেইসঙ্গে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইবে। অর্থাৎ মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টি হবে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সেখানে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা হাওয়া বইবে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বুধবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। কলকাতায় কালবৈশাখী না থাকলেও তার প্রভাব পড়বে। সোমবার মহানগরে কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঝোড়োহাওয়া বইবে।ঙতীব্র দহনজ্বালায় পুড়ছে রাজ্যবাসী। প্রায়এক মাস ধরে টানা তাপপ্রবাহ চলছে দক্ষিণবঙ্গে। এদিনও দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ অব্যাহত ছিল। তবে বিকেলের পর থেকে আবহাওয়ার বদল দেখা যায়। সন্ধের পর উপকূলের জেলাগুলিতে হালকা ঝোড়ো হাওয়া ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। তাপমাত্রাও তুলনামূলক কম ছিল। গত রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকেরথেকে এক ডিগ্রি বেশি। গত শনিবার শহরে পারদ ছিল৩৭.২ ডিগ্রি। দক্ষিণের কিছু জেলায় পারদ সামান্য কমছিল। পশ্চিমি জেলাগুলিতে অবশ্য তাপমাত্রা এদিন ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রিতে ছিল। কলাইকুণ্ডা,পানাগড়, আসানসোল ওসিউড়িতে তীব্র তাপপ্রবাহ চলে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত চলবে। তার জেরে কিছুদিন তাপমাত্রা কম থাকবে।

নেই ট্রেড লাইসেন্স, ' ব্যবসায়ী রাজারামের ব্যাঙ্ক লেনদেনে নজর, তেলেঙ্গানায় কলকাতা পুলিশের টিম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করা মুম্বই হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী রাজারাম রেগের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন নিয়ে তথ্য পেতে নতুন করে তদন্তে নামল লালবাজার। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি কোনও ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি। তাই কোনও ব্যবসা বা চাকরি তিনি করেন, এমন প্রমাণও মেলেনি। সেখানে রাজারাম রেগের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিপুল টাকার লেনদেন হল কীভাবে? আদালতে এমনই প্রশ্ন তুলেছেন সরকারি আইনজীবী। এদিকে, তেলেঙ্গানায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রাজারাম রেগের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। সেগুলি যাচাই করতে ইতিমধ্যেই তেলেঙ্গানা গিয়েছে কলকাতা পুলিশের টিম। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ছক কষার অভিযোগে ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ডেভিড হেডলির সঙ্গী তথা ষড়যন্ত্রকারী রাজারাম রেগেকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করতে চাইছে পুলিশ।পুলিশ হেফাজতে থাকা রাজারাম রেগেকে রবিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। রাজারামের আইনজীবী তার জামিনের আবেদন করেন। জামিনে বিরোধিতা করেন সরকারি আইনজীবী। দুপক্ষের বক্তব্য শুনে তাঁকে ১৮ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন রাজারামের আইনজীবী জানান, তিনি ব্যবসায়ী হিসাবে যে কোনও রাজ্যে যেতে পারেন। তিনি শুধু সাংসদের সঙ্গে দেখা করতেই চেয়েছিলেন। তা অপরাধ নয়। পালটা সরকারি আইনজীবী আদালতে আবেদনে জানান, রাজারাম রেগে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর আপ্তসহায়কের মোবাইল নম্বর পেলেন কীভাবে? যে কোনও সাংসদের সঙ্গেই দেখা করার জন্য কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি মানতে হয়। সেখানে সরাসরি রাজারাম ফোন করে দেখা করতে চাইলেন কেন? নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলেও কোনও ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি কেন?আগেও রাজারাম রেগের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছিল। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, তিনি জেরায় দাবি করেন যে, মুম্বইয়ে ব্যবসা করতে গেলে ট্রেড লাইসেন্সের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাঁর মহারাষ্ট্রের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকার হদিশ মিলেছে। রাজারাম কোনও চাকরি বা ব্যবসা যদি না করেন, তবে কীভাবে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা এল? পুলিশের দাবি, রাজারামের সঙ্গে তেলেঙ্গানার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা রাজনৈতিক নেতার ব্যাঙ্ক লেনদেনের হদিশ মিলেছে। সেই লেনদেনের ব্যাপারে আরও তথ্য পেতে তেলেঙ্গানায় তদন্তকারী টিম গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেল প্রায় ৭৯ ডলার ব্যারেল প্রতি । সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি মঙ্গলবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিযান অযেলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায. পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

ভোট দিলেন মনসুখ মান্ডভিয়া, ৪০০ আসনে জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী

পোরবন্দর, ৭ মে ঃগণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। মঙ্গলবার সকালে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় গুজরাটের পোরবন্দরের হানোল প্রাইমারি স্কুলের ১২ নম্বর ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন মনসুখ মান্ডভিয়া, তিনি এই আসনের বিজেপি প্রার্থীও। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন ললিত ভাসোয়া।ভোট দেওয়ার পর মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, যখন আমি নিজের ভোট দিচ্ছিলাম, আমি শুধু দেশের জনগণের কল্যাণের কথা ভাবছিলাম এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত'-এর কথা ভাবছিলাম। আমি আশা করছি বিজেপি ৪০০টিরও বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে। গুজরাটের জনগণের কাছে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। অন্যদিকে বারামতিতে ভোট সত্য, স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হওয়া উচিত। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের বারামতিতে ভোট দেওয়ার পর বললেন এনসিপি (এসসিপি) প্রার্থী সুপিয়া সুলে। মঙ্গলবার সকালে বারামতির একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন সুপ্রিয়া সুলে, তিনি এই আসনের প্রার্থীও। সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে এই আসনের প্রার্থী হলেন এনসিপি-র সুনেত্রা পওয়ার। সুনেত্রা হলেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের স্ত্রী। এদিন বারামতির ওই কেন্দ্রে ভোট দেন এনসিপি-এসসিপি প্রার্থী শরদ পওয়ারও। সুপ্রিয়া সুলে এদিন বলেছেন, আমি ভোটারদের কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে আবেদন করব, যেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া মসৃণ হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা পেশী কিংবা অর্থের কোনও অপব্যবহার না হয়। নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু, ন্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ হতে হবে। সুপ্রিয়া সুলে আরও বলেছেন, একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রে, সংবিধানকে কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে এবং তৃতীয় দফার ভোট হচ্ছে, তা শান্তিপূর্ণভাবে করা উচিত।অন্যদিকে পাটনাতে,মুসলমানদের পক্ষে সংরক্ষণে জোর দেওয়ার কথা বলে বিতর্ক উস্কে দিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদ যাদব। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, মুসলমানদের সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করা উচিত। আরজেডি প্রধান এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন।লালু এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, ভোট আমাদের পক্ষেই রয়েছে, তাঁরা বলছে 'জঙ্গলরাজ' হবে, কারণ তাঁরা ভয় পাচ্ছে, তাঁরা উসকানি দিতে চাইছে। লালু প্রসাদ যাদব আরও বলেছেন, তাঁরা সংবিধান ও গণতন্ত্র শেষ করতে চায়।

কুলগামে এনকাউন্টারে নিকেশ দুই সন্ত্রাসবাদী, অভিযান এখনও জারি

শ্রীনগর, ৭ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। মঙ্গলবার কুলগাম জেলায় এনকাডন্টারে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী। এখনও অভিযান জারি রয়েছে। নিহত সন্ত্রাসীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার রেডওয়ানি পায়িন এলাকায় এই এনকাউন্টার চলে।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় খবর পাওয়া যায় কুলগাম জেলার রেডওয়ানি পায়িন এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। সেই খবর পাওয়ার পর ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ

কংগ্রেস হিন্দুবিরোধীঃপদ্মশিবিরে যোগ দিয়েই কংগ্রেসকে কটাক্ষ রাধিকা খেরার

নয়াদিল্লি, ৭ মে ঃ নির্বাচনী আবহের মধ্যে পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েই সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে আসা নেত্রী রাধিকা খেরা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন হাত শিবিরের দিকে। তিনি মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, রামলালার ভক্ত হওয়ার জন্য, রামলালার দর্শন করার জন্য মা কৌশল্যার ভূমিতেই আমাকে যেভাবে দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছিল, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিজেপি সরকার, মোদী সরকারের সুরক্ষা না পেলে আমি এখানে আজ পৌঁছাতে পারতাম না। আজকের কংগ্রেস আর মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস নেই, এরা এখন রাম বিরোধী, হিন্দু বিরোধী।খেরার অভিযোগ, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে যাওয়ার পর থেকেই কংগ্রেস তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করে। খেরা দাবি করেন, কংগ্রেস তাঁকে নির্বাচনের সময় মন্দিরে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আমি সবসময় শুনেছি যে কংগ্রেস রাম বিরোধী, সনাতন বিরোধী এবং হিন্দু বিরোধী, কিন্তু আমি কখনই এটি বিশ্বাস করিনি। মহাত্মা গান্ধী প্রতিটি সভা শুরু করতেন 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' দিয়ে। আমি এমন ঘটনার মুখোমুখি হই যখন আমি আমার ঠাকুমার সঙ্গে রাম মন্দির যাই এবং সেখান থেকে ফিরে আমার বাড়ির দরজায় 'জয় শ্রীরাম' পতাকা লাগিয়ে দিই। তারপরেই কংগ্রেস আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল যে,

এখনই অন্তর্বর্তী জামিন পাচ্ছেন না কেজরিওয়াল, বৃহস্পতিবার অথবা আগামী সপ্তাহে ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ৭ মে ঃ দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় এখনই অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাচ্ছেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার অথবা আগামী সপ্তাহে এই মামলার ফের শুনানি হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে। এদিকে, মঙ্গলবারই কেজরিওয়ালের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করল দিল্লির একটি আদালত। কেজরিওয়ালকে আগামী ২০ মে পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।ইডি এদিন সুপ্রিম কোর্টকে বলেছে, এটি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা নয়। ইডি-র পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেছেন, আমরা রাজনীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, আমরা প্রমাণ নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এনফোর্সমেন্ট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮ মে মার্ট ২০২৪বুধবার, ২৫ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজিঃ২৫ বৈশাখঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৫ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ঈদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃরাত্রিকাল ০৫ঃ০০ঃ০০ চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১২ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৫০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। সংসারে শান্তি হতে পারে **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। শুভদিন হবে। **মিথুন রাশিঃ**কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া এবং রসিদের টাকা প্রদান করা সুবিধাজনক করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে **কর্কট রাশিঃ**সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। **সিংহ রাশিঃ**আপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। **কন্যারাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে **তুলারাশিঃ**আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। বিদেশ যাত্রাশুভ **ধনু রাশিঃ** আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। **মকর রাশিঃ**নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। **কুম্ভ রাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। **মীন রাশিঃ**বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সু ন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। ওদের সঙ্গ আপনার শরীরকে চাঙ্গা করে দেবে। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয়

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে না, বললেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শুধু যোগ্য চাকরিহারারা নয়,, নতুন করে যেন অক্সিজেন ফিরে পেল রাজ্য শিক্ষা দফতরও। হাইকোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিমকোর্ট। মঙ্গলবার সন্ধেয় এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, আমরা অবশ্যই খুশি। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের দাবিগুলি মেনে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আগাগোড়া যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে ছিলেন। আজকে প্রমাণিত হয়েছে সত্যমেব জয়তে। সত্যেরেই জয় হয়। কলকাতা হাইকোর্টের একাংশ বিচারপতির রায় নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রথমসারির প্রায় সকলেই সমালোচনা করেছেন। এমনকী ভোটের মুখে বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে জয়েন করে ভোটে প্রার্থী হয়েছেন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর তৃণমূলের এই অভিযোগ আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে। এই প্রসঙ্গ টেনে ব্রাত্য বলেন, কেউ বিজেপি প্রার্থী হওয়ার জন্য, কেউ পরবর্তীকালে সুপ্রিকোর্টে যাওয়ার জন্য অনেক সময় রায় দিয়ে থাকেন। তবে আজকে সুপ্রিমকোর্ট প্রমাণ করে দিয়েছে, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে না, সজোরে সোচ্চারে নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ায়। গত ২২ জুলাই নিয়োগ মামলার রায় দিতে গিয়ে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। রাতারাতি চাকরি খুইয়েছিলেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এদিন তার মধ্যে যোগ্যদের একটি তালিকা শীর্ষ আদালতের

'ফেক নয়, ওটাই অরিজিনাল', সন্দেশখালি স্টিং অপারেশনে সিলমোহর শাহজাহানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের মরশুমে বড় খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দেশখালি স্টিং অপারেশন। আর তা প্রকাশ্যে আসতেই বেকায়দায় পড়েছে বিজেপি। ভাইরাল হয়েছে সন্দেশখালি নিয়ে স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো। যদিও এই ভিডিয়ো যাইচাই করে দেখেনি দুরন্ত বার্তা। ওই ভিডিয়ো'তে দেখা যাচ্ছে, সন্দেশখালির বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল দাবি করছেন, সন্দেশখালির মহিলাদের করা অভিযোগ আসলে মিথ্যে এবং সাজানো। টাকা নিয়ে মহিলারা ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। আর এই ভিডিয়োকে হাতিয়ার করে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি নেতারা দাবি করছেন, ওই ভিডিয়ো ভুয়ো, মিথ্যে। এই বিতর্কের মধ্যেই এবার মুখ খুললেন সন্দেশখালি ইস্যুতে অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান। এদিকে আজ, মঙ্গলবার এই স্টিং ভিডিয়ো নিয়ে প্রশ্ন করা হয় শেখ শাহজাহানকে। এখন শাহজাহান জেলবন্দি। তাঁকে মঙ্গলবার বসিরহাট আদালতে হাজির করা হয়। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'বিজেপি তো স্টিং ভিডিয়ো'কে ফেক বলছে। আপনি কী বলবেন?' সটান জবাবে শাহজাহান বলেন, 'ফেক নয়, ওটাই অরিজিনাল।' আর তখন শাহজাহানের পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে দেখা যায় তাঁর ভাই, জেলবন্দি শেখ আলমগিরকে। প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে সাংবাদিকদের

প্রশ্নের উত্তর দেন শাহজাহান। শাহজাহানের বক্তব্য, 'ওটা ফেক না, ওটা অরিজিনাল।' সুতরাং শাহজাহান মনে করেন, গঙ্গাধর কয়াল যিনি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তাঁর যে বক্তব্য ভিডিয়ো'তে শোনা যাচ্ছে সেটা সত্যি। অন্যদিকে স্টিং অপারেশনের ভিডিয়োয় সন্দেশখালি-২ ব্লকের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালকে দেখা গিয়েছে। ভিডিয়ো'তে গঙ্গাধর কয়াল জানান, সন্দেশখালিতে মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। মেয়েদের দিয়ে সবটা সাজিয়ে অভিযোগ করানো হয়েছিল। গঙ্গাধর কয়ালকে ওই ভিডিয়োতে এক মহিলার নাম করতে শোনা যায়। তাঁকে আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়ে সাত মাস আগে গণধর্ষণ হয়েছে বলে অভিযোগ করতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাই জবানবন্দি দিয়ে ছিলেন। এখানে শুভেন্দু অধিকারীর পরিকল্পনাও শোনা যায়। শুভেন্দু অধিকারী যে পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন সেই মতো কাজ হয়েছে বলে দাবি করেন গঙ্গাধর কয়াল। সেটা ওই ভিডিয়ো'তে আছে। এই ভিডিয়ো'র বিরোধিতা করলেও গঙ্গাধর কয়াল মানহানির মামলা করেননি। শুভেন্দু অধিকারী যিনি সব ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে ছোটেন তিনিও কোনও মামলা দায়ের করেননি। মাঝে তিনদিন কেটে গেল। তৃণমূল কংগ্রেস সব প্রচারে সেই ভিডিয়ো শোনাচ্ছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, 'আসল সত্যিটা সামনে এসে গিয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, 'সন্দেশখালির ভিডিয়ো শুধু 'ফেক'ই নয়, 'ডিপ ফেক' ভিডিয়ো।' শাহজাহান বলছেন, 'ওটাই অরিজিনাল'।

প্রাচীন প্রথা মেনে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অকাল রথযাত্রা ভদ্রেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৭ মে ঃ চিরাচরিত প্রথা মেনে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এখানে রথযাত্রা হয় বৈশাখে। আষাঢ় মাসে নয়। ভদ্রেশ্বর তেলিণী পাড়া বাবুর বাজারের কাছে অবস্থিত সুপ্রাচীন বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দির। বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূন্য তিথিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মহা ধুমধাম এর সঙ্গে প্রতি বছরই তেলিনী পাড়ায় এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রাচীন অন্নপূর্ণা মন্দিরটি তেলিণী পাড়ার জমিদার বংশের প্রয়াত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক প্রায় ৩০০ কুড়ি বছরের পুরনো অন্নপূর্ণা মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। মন্দিরটি তৈরি হয়েছে রথের আদলে। আর রথের বয়স ২২৮ বছর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি থাকে না। তার পরিবর্তে অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা ও শিবের মূর্তি থাকে।

ইউ পি আই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থার মহড়া সম্পন্ন

কলকাতা, ৭ মে ঃ মেট্রো স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটতে গিয়ে খুচরোর সমস্যার পরিচিত দৃশ্য খুব শীঘ্রই অতীত হতে চলেছে। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল লেনদেনের এক নতুন পন্থা হিসাবে ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউ পি আই) ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি চালু করছেন। এর ফলে কাউন্টারে খুচরো টাকা বা পয়সার মাধ্যমে সঠিক ভাড়া দিতে গিয়ে বর্তমানে মেট্রো যাত্রীদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা আর হতে হবে না। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (ক্রিস) এর সহায়তায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ ইউনিফায়েড পেমেন্ট হন্টারফেস (ইউ পি আই) ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করছেন। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির উপস্থিতিতে আজ অর্থা ০৭০৫২০২৪ তারিখে গ্রিন লাইনের শিয়ালদহ স্টেশনে এই ব্যবস্থার মহড়া সম্পন্ন হয়েছে। শ্রী রেড্ডি নিজে এই ব্যবস্থার সাহায্যে একটি টিকিট কাটেন। মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন্স ম্যানেজার শ্রী সৌমিত্র বিশ্বাসের উদ্যোগে ও তৎপরতায় এই নতুন টিকিটিং ব্যবস্থা মেট্রোয় চালু হচ্ছে।

এই মহড়া সম্পূর্ণ হলেই নতুন এই টিকিটিং ব্যবস্থা প্রথমে গ্রিন লাইনে চালু হবে। এই সুবিধা নিতে আগ্রহী যাত্রীদের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে

প্রথমে তাদের গন্তব্য স্টেশনের নাম বলতে হবে। এরপর কাউন্টারের ডুয়াল ডিসপ্লে বোর্ডে ভেসে ওঠা কিউ আর কোডটি স্ক্যান করে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে হবে। এই লেনদেন সম্পূর্ণ হলেই কিউ আর কোড বেসড কাগজের টিকিটটি তিনি হাতে পাবেন এবং মেট্রোয় সফর করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মেট্রো যাত্রীরা নিজেদের স্মার্ট কার্ডও রিচার্জ করতে পারবেন। কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনে এই ব্যবস্থা সফল হলে যাত্রীদের সুবিধার্থে তা ব্লু লাইন, পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনেও চালু করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। মেট্রো রেল , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (ক্রিস)-এর বরিষ্ঠ আধিকারিকরা আজকের এই মহ।য় শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

বাইকের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু, গুরুতর আহত দুই

বিশালগড় (ত্রিপুরা), ৭ মে ঃ রাস্তা পার হতে গিয়ে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক মহিলার। আহত আরও দুজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহিজলা জেলার লালসিংমুড়া বাজারে। জানা গেছে, টিআর ০৭ ৯৪৫২ নম্বরের বাইকে করে ননীরঞ্জন দেববর্মা এবং বিকাশ দেবনাথ যাচ্ছিলেন। লালসিংমুড়া বাজারের কাছে হঠাৎ তুলসী নমশুদ্র নামের মহিলা রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় বাইকের ধাক্কা লাগে। এতে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তুলসী নমশুদ্রকে মৃত বলে ঘোষণা করে বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এদিকে তুলসী নমশুদ্রের মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতলে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ একটি দুর্ঘটনার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অনদিকে মঙ্গলবার ভোরে আগরতলা থেকে উদয়পুরের দিকে টাইলস বহনকারী একটি ১৮ চাকার লরি চড়িলামের পুরানবাড়ি সেতুতে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, লরির কন্টেইনারটি গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রিজের রেলিং ভেদ করে নীচে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়া কন্দেইনারের প্রভাবে সেতুর পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রেলিংয়ে একটি ফাঁকা গর্তও হয়ে গেছে। উপরন্তু আশপাশ এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছ। পানীয় জলের পাইপগুলি আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ফলে নেতাজি কলোনি, পুরানবাড়ি এবং হাপাজিরা মোড়ার জল পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সেতু মেরামতের কাজ করছেন। এদিকে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ওই এলাকার বাসিন্দা নাণ্টু শীল। তিনি জানান, ভোর চারটার দিকে আমরা একটি বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। পরে আমরা আবিষ্কার করেছি, গোটা এলাকায় জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ঝড়বৃষ্টির পর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ির চাঙর খসে বৃদ্ধার মৃত্যু হাওড়ার লিলুয়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ মে ঃ সোমবার সন্ধ্যেয় ঝড়বৃষ্টির পর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ছাদের চাঙর খসে বৃদ্ধার মৃত্যু হলো হাওড়ার লিলুয়ায়। অন্যদিকে, হাওড়ার বাঁকড়া কবরপাড়ায় পাঁচিল পড়ে টালির ছাদ ভেঙে জখম হন এক যুবতী। একটি ঘটনা ঘটে হাওড়ার লিলুয়া কোনা চৌধুরীপাড়ায়। একটি পুরাতন বাড়ির চাঙর ভেঙে পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম মমতা চৌধুরী (৭৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে ওই বৃদ্ধা যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখন জীর্ণ বাড়ির ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় বৃদ্ধা যে ঘরে শুয়েছিলেন তার পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন বৃদ্ধার স্বামী বারীন চৌধুরী। মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধার স্বামী দেখেন তাঁর স্ত্রী চাপা পড়ে রয়েছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় লিলুয়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গতকাল সন্ধ্যের ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির কারণেই রাতে বাড়ির ওই অংশ কোনওভাবে ভেঙে পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। বাড়িতে ওই বৃদ্ধ দম্পতি থাকতেন। এদিন খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা এসে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতা মমতা দেবীর স্বামীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়ের বাড়িতে। এলাকার

মানুষের বক্তব্য বাড়িটি পুরনো হওয়াতেই এই বিপত্তি।অন্য ঘটনায় সোমবারের ঝড়-বৃষ্টিতে বহুতলের নির্মীয়মাণ পাঁচিল ভেঙে পড়ে পাশের টালির বাড়িতে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া বাঁকড়ার কবরপাড়া এলাকায়। ওই ঘটনায় আহত হয়ে হন ওই বাড়ির মেয়ে.আসমা খাতুন (১৮)। বাড়ির গৃহিণী আনোয়ারা বেগম জানান, ঝড়বৃষ্টির সময়ে বাড়ির সকল সদস্য ওই ঘরের মধ্যেই ছিলেন। হঠাই আনুমানিক রাত ৯টার সময় পাঁচিল ভেঙে পড়ে সোজা ঘরের উপর। আর সেই ইটের আঘাতেই জ্ঞান হারায় বাড়ির মেয়ে আসমা। তক্ষণা তাকে কাছাকাছি এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাড়ির ওই গৃহিণী জানান, সামান্য ঝড়বৃষ্টিতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আগামী দিনে আরও প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে কি অবস্থা হতে পারে।

মহকুমাশাসকের অফিসে কর্মচারীর রহস্যমৃত্যু

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৭ মে ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত এক অনিয়মিত কর্মচারীর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃতের নাম জয়ন্ত দেবনাথ। বয়স আনুমানিক ৩৮ বছর। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর ধরে 'নো ওয়ার্ক নো পে', এই নিয়ম অনুসারে জয়ন্ত দেবনাথ নামের ওই যুবক তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে শ্রমিকের কাজ করতেন। কিন্তু মহকুমাশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ জয়ন্ত দেবনাথের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার করেন তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। এলাকা সূত্রের খবর, স্থানীয় লোকজন ওই বাড়িতে জয়ন্তের মৃতদেহ দেখেন মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ।

পান্ডুয়ায় মাঠের মধ্যে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া হুগলি, ৭ মে ঃ মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে ব্যাগ। আর ঠিক তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন মহিলা। পরনে সালোয়ার কামিজ। শরীরে নেই প্রাণ। আর সকাল-সকাল এইভাবে মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠের আলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সালোয়ার-কামিজ পরা মহিলা উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর এলাকাবাসী পাণ্ডুয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে তাঁর। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। এ দিকে, ঘটনার খবর পেয়ে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুয়া থানায় যান। সেখানে পুলিশ আধিকারীকদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর যেখানে মৃতদেহ পড়েছিল সেই মাঠে যান। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন। লকেটের অভিযোগ, পুলিশ বলছে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঘটনা তা নয়, পুলিশ কিছু তদন্ত করেনি। আমি আসব শুনে মৃতদেহ তুলে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ কী করে আগে সরিয়ে দেবে সেই কাজ করেছে পুলিশ। মহিলার পরিচয় এখনো বের করতে পারেনি। এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, সঠিক তদন্ত না হলে বিজেপি আন্দোলনে নামবে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **03 nos. (Maa Durga Bhaban , Haripal, Avinandan Lodge and Maheswari Seva Sadan)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(HARIPAL PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 40 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no (Tribeni Girls' High School Benimadhabtala)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(MAGRA PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-41 of 2024-25
Bid submission closing date: 09/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 10 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 12 nos (Annexure) accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. (JANGIPARA PS)".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-49 of 2024-25
Bid submission closing date: 10/05/2024 upto 02.30 P.M.Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no (SASIBHUSAN SAHA HIGH SCHOOL)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(PANDUA PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-42 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **12 nos (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(SINGUR PS)"**
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-50 of 2024-25
Bid submission closing date: 10/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **02 nos (Kolora Ganabani Hall and Jirat Asutosh Smriti Bidyamandir)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(BALAGARH PS)"**.
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-43 of 2024-25
Bid submission closing date: 09/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 12 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 01 no (DD Bharati Balika Vidyala) accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. (SINGUR PS)".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-51 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **17 nos (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Arambagh PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-44 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **08 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(TARAKESWAR PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 52 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **20 nos (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Khanakul PS)"**
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-45 of 2024-25
Bid submission closing date: 10/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **11 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(HARIPAL PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 53 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **10 nos (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Pursurah PS)"**
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-46 of 2024-25
Bid submission closing date: 10/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **11 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(POLBA PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 54 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **15 nos (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(GOGHAT PS)"**
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-47 of 2024-25
Bid submission closing date: 10/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **10 nos (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(DADPUR PS)"**
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-55 of 2024-25
Bid submission closing date: 10/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **16 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(CHANDITALA PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-48 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫৮ সংখ্যা, বুধবার, ২৫ বৈশাখ, ১৪৩১

নির্বাচনী হিংসা বহাল

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হিংসার নির্বাচন সেটা আর বেশি সময় লাগে না বলতে। অতীতে বাংলায় হিংসার নির্বাচন ছিল না। কিন্তু রাজনীতিতে হিংসা নিয়ে এলো নকশাল নেতারা। তারাই বেশি করে হিংসা নিয়ে এসে বাংলার রাজনীতিকে যেমন বেশি করে কলুষিত করেছে পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার কোমর ভেঙে দিয়েছে। চিনের ওত পিছনে উস্কানি ছিল কিনা তা অবশ্য জানতে পারা যায়নি। ভারতের গণতন্ত্রকে একেবারে শক্ত করে দেওয়ার বহু কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল চিনের প্রশাসন। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল যে আইপিএস এবং আইসিএস তৎপরতায় তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। তিনি সন্ত্রাসকে শেষ করে নিয়ে এসেছিলেন। তার হাতকে শক্ত করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। খলিস্তানপন্থীদের দমন করতে সেই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে পাঞ্জাবে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তখন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল। তিনি কঠোর হাতে খলিস্তান জঙ্গিদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিল। আজও খলিস্তানপন্থীদের হাত থেকে ভারতের রেহাই নেই। কৃষক আন্দোলনের হাত ধরে খলিস্তানপন্থীরা দিল্লি দখল করা চেষ্টা করেছিল। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনই খলিস্তানপন্থীদের লক্ষ্য ছিল দিল্লি দখল করে নিয়ে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে হাতে নেওয়ার। উগ্র কৃষক আন্দোলনের রূপ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বিদেশি শক্তির হাত ছিল সেই দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের পিছনে। আজকেও ঠিক সেই রকম ভারতের নির্বাচনে সন্ত্রাসকে পুষ্ট করতে গোপনে একটি দল অতি সক্রিয়। তারা যেভাবে ভারতের লোকসভার নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীরা যেটা গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে খুবই অস্তিত্বকর হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যে ভারতের গোয়েন্দা তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তারাও গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে। এমনকী বিদেশি লেনদেনের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করেছে। তার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী সন্ত্রাস জিইয়ে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী সন্ত্রাস এত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে শুরু করেছে তাতে গণতান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী বাংলার মানুষেরা বিপন্ন বোধ করতে শুরু করেছে। নির্বাচন আসলেই সাধারণ মানুষের ওপরে বেশি করে কোপ পড়ে। ভারতবর্ষ এখন এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে শুরু করে দিয়েছে যে তা যে কোনও সময়ে ভারতকে শত্রু দেশগুলি যে কোনও সুযোগ নেওয়ার অপেক্ষায় প্রস্তুত। তাদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করাই হচ্ছে সরকারের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলেই বিপন্ন হবে ভারতের সার্বভৌমত্ব। মলদ্বীপ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। লক্ষদ্বীপ ছিল বলেই ভারতের সম্মান অক্ষুন্ন রয়েছে। নাহলে ভারতের সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল শত্রুদেশ যে দেশ ভারতের কোনও কালেই বন্ধু হতে পারে না। এর পিছন পাকিস্তানের উস্কানি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। চিন পাকিস্তান সুযোগ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ভারতের কটনৈতিক রাজনীতি একটি বিপথগামী হলেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে।

ভারতের রোবট সেনা

চিন বিশ্বাস করে যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে তাদের আধিপত্য থাকে তাহলে ইউরোপে জয় করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। ইউরোপের সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছে। তার ওপরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সৃষ্টি করা নিয়ে চিনের ওপরে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল যার হাত থেকে রেহাই পেতে এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া চিনের আর কোনও পথ খোলা নেই। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর নিয়ে ভারত সরকার বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কাশ্মীরের ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে সেই অংশটি পাকিস্তান জোর করে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেনা পাঠিয়ে। পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই কাশ্মীরের ওপর। পাক বাহিনী ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে নেয়। পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বসে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে পাকিস্তানকে। চিন চাইছে এই অবস্থায় আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে। ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের ভারত আর আজকের ভারতের বহু তফাত হয়ে গিয়েছে। সেই নড়বড়ে ভারতের সেনাবিভাগ নেই। যথেষ্ট শক্তিশালী ভারতের সেনাবিভাগ। বিশেষ করে বায়ু সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের যুদ্ধে ভারত প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকারী দেশ। যেসব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে আনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে। তারা যে কোনও শক্তিশালী সেনা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। ফলে দুর্গম অঞ্চলে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে।

জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, সেবা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।

মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনকে পবিত্র করতে হবে। মনের মধ্যে কোনও পাপ চিন্তা রাখা চলবে না। যদি পাপ চিন্তা থাকে তাহলে জীবনে আর এগোবে না।

বারাণসী কড়চা ঃ নিষ্ঠার সঙ্গে বারাণসীর 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' শতবর্ষ উৎসব পালিত হল

জয়দেব দাস, কাশী

সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বারাণসী শাখা ক্ষ্মবর্ষবরণ উৎসবদ বারাণসীর দুর্গাচরণ গার্লস্ ইন্টার কলেজ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজন করে। বহির বঙ্গে সর্ব প্রাচীন সক্রিয় সংস্থা বলতে এটাই। যার বয়স ১০২ বর্ষ। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বারাণসীতে। সেই থেকে বহির্বঙ্গ-সহ বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এই সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন প্রায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বহির্বঙ্গের এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ ছিল অনেকটা 'নাড়ীর টানে'র মতো। তাঁর কথায়, 'বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়, বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি।' তাই তিনি সেদিন এই সম্মেলনের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আজকের প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে।' তাছাড়া উত্তর ভারতের মতো হিন্দিভাষী অঞ্চলে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হওয়ায় তিনি মনে করেছিলেন, 'এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।' সম্মেলনের ইতিহাস একশ বছর হলেও তার গড়ে ওঠার ইতিহাস আরো আগের। সেই বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়।

বারানসী শাখার সভাপতি ডক্টর ঝুমুর সেনগুপ্ত অত্যন্ত গর্বের সহিত সেই ইতিহাস আমাদের সামনে রাখলেন।

১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল। বিচ্ছিন্ন বাঙালিদের একত্রিত করতে ২৫ আগস্ট ১৯০৫ কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনালেন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'। বললেন, এসময় দেশের সাহিত্যসেবীদেরও সম্মিলিত হতে হবে। আর সেজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন। এই বার্তা বহির্বঙ্গের বাঙালিদেরও সম্মিলিত হতে সাহায্য করেছিল। কেদারনাথ এই সময় চীন দেশে সরকারি কাজ শেষ করে (১৯০২-০৫) দেশে ফিরেছেন। 'অনেক আকাশকুসুমই মাথার মধ্যে জল বুদ্বুদের মত ফুটছিল' তাঁর। তার মধ্যে একটি ছিল, 'প্রবাসে (বহির্বঙ্গে) বাঙ্গালীদের একটি সম্মেলন সঙ্ঘ- সৃষ্টি করা, যাতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন শহরে সকলে একত্র হয়ে আলাপ আলোচনা, ভাব বিনিময়, অভাব অভিযোগ দূরীকরণ, পন্থানির্ণয়, প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি সহজসাধ্য হয় এবং পরোক্ষে সদ্ভাব ও শক্তি সঞ্চয় হয়।' এই অভিনব পরিকল্পনার কথা কেদারনাথ প্রথমে জানিয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেনকে। ডা. সেন কানপুরের একজন অত্যন্ত সুপরিচিত মানুষ ছিলেন। সেখানের বাঙালি প্রতিষ্ঠান বঙ্গসাহিত্য সমাজ, লাইব্রেরি, দুর্গাপূজা এবং নানা সঙ্ঘ সংগঠনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন। শুধু কানপুর নয়, বহির্বঙ্গের নানা জায়গার বহু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গেও তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। 'সম্মেলনে'র মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে লোকবলের সঙ্গে অর্থবলও অনেক দরকার। আর এবিষয়ে ডা. সেনের সহযোগিতা পাওয়া গেলে বাস্তবরূপ দিতে তা খুবই সহজ হবে, একথা ভেবে কেদারনাথ বহির্বঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন করার জন্য প্রথমে ডা. সেনের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। এরপর উভয়ে পরামর্শ করে পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে সচেষ্ট হন।

এই সবের মাঝে পঞ্চ বছর আরো বয়ে গেল। সময়টা ছিল ১৯১০ সাল। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রক্ষাপটে সে বছর ছিল এলাহাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৫ তম অধিবেশন। সারা দেশের মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালিদের একটা বড় অংশ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। একথা ভেবে কেদারনাথরা স্থির করলেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে যাবার পর ওই মঞ্চেই পরের দিন বহির্বঙ্গের বাঙালিদের নিয়ে তাঁদের পরিকল্পিত সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করবেন। আর সাহায্যের জন্য চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানালেন দেশের সাহিত্য সম্মেলনের পথপ্রদর্শক বাংলার সারস্বত প্রতিষ্ঠান কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'কে। পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র তাঁদের সভায় (১৩১৭) বহির্বঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন করার বিষয়ে স্পষ্ট

বলেছিলেন, 'অবিলম্বে অন্যান্য প্রদেশেও আমাদের আদর্শে সাহিত্য পরিষদ সংস্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীযখ বিষ্যৎ ভরসাদের মধ্যে বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ আনা বা বৃদ্ধি করা।' আমন্ত্রণকর্তা ছিলেন 'সমাজ'-এর কর্ণধার সমাজসেবী ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেন। সভার স্থান, কানপুরের 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ ভবন'। সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, লখনউ থেকে অতুলপ্রসাদ সেন, ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র দত্ত, শ্রীশচন্দ্র সেন, নির্মলচন্দ্র দে, এইচ. কে. বোস; কানপুরের ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডা. শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; বারাণসীর বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখেরা। সভায় অতুলপ্রসাদ সেন সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর অভিভাষণে ('প্রবাসে বঙ্গ সাহিত্য চর্চা') বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও উন্নয়নের জন্য একটি 'প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনী' গঠনের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়ে ওই দিনই সভায় 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। আর সাহিত্য সম্মেলন করার জন্য গঠন করে দেওয়া হয়, 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সংস্থাপক সমিতি' নামে একটি কমিটি। এবিষয়ে 'প্রবাসী'তে (বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ১৫৩) 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে লেখা হয়, 'লক্ষ্ণৌ প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে ক্ষ্মউত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সংস্থাপক সমিতিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে উত্তর ভারতে যে যে স্থানে বাঙালি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন বৃদ্ধি, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী তাঁহাদের পরস্পরের ভাব বিনিময় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা ইহা সমর্থন করিতেছি।' অন্যদিকে বারাণসীতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩১৫ বঙ্গাব্দে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পরিষদ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য সভা, বার্ষিক অধিবেশন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। এসব দেখে 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সংস্থাপক সমিতি' বারাণসীতে সাহিত্য সম্মেলন করার জন্য ওখানের পরিষদের দ্বারস্থ হন এবং এই উপলক্ষে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪ বৈশাখ পরিষদ কার্যালয়ে একটি প্রকাশ্য সভারও আয়োজন করেন। সভার বিষয়টি তাঁরা স্থানীয় পত্রিকা 'প্রবাসজ্যোতি'তে (১৩২৮, পৃ.৫৬) বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেন, 'আগামী মহরমের ছুটিতে বারাণসীতে উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হইবে। উক্ত সম্মিলনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের নিমিত্ত ২৪ শে বৈশাখ (৭ মে ১৯২২) রবিবার ৭টার সময় বারাণসী শাখা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে একটি অধিবেশন হইবে।' এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ওই সভায় অনেকের সঙ্গে সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তর ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের তিন বাঙালি সেনাপতি- লখনউর অতুলপ্রসাদ সেন, কানপুরের ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং বারাণসীর রায় বাহাদুর ললিতবিহারী সেন। সভায় বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হয়, ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৭ ভাদ্র বারাণসীতেই সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতিও সেদিন গঠন করা হয়। সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তাঁরই প্রস্তাবে সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি পদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বারাণসীতে সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও অনিবার্য কারণে ১৭ ভাদ্রর পরিবর্তে তা হয়েছিল ১৯-২০ ফাল্গুন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (৩-৪ মার্চ ১৯২৩)।

বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের কাশি নরেশ নামাঙ্কিত প্রাঙ্গণে 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' নামান্তরিত 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তথা বাঙালির জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। দু'দিনের (৩-৪ মার্চ ১৯২৩) এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তব্য রাখেন। তাঁর সেই বক্তব্য বিষয় 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সভাপতির অভিভাষণ' ও 'সভাপতির শেষ বক্তব্য' শিরোনামে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কাছে বহির্বঙ্গের এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ ছিল অনেকটা 'নাড়ীর টানে'র মতো। তাঁর কথায়, 'বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়, বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি।' তাই তিনি সেদিন এই সম্মেলনের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আজকের প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে।' তাছাড়া উত্তর ভারতের মতো হিন্দিভাষী অঞ্চলে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হওয়ায় তিনি মনে করেছিলেন, 'এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।' সম্মেলনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে সম্মেলনকে সেই পথেরই দিশা দেখিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় প্রমুখেরা। উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থান থেকে প্রায় দু'শো প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। প্রমথনাথ তর্কভূষণ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তা বারাণসীর সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় (পৃ. ৭৬-৮২) 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রবন্ধ পাঠ করেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ভ্রাতা রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ('প্রবাসীর শিক্ষা ও সাহিত্য') এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ('বারাণসীর প্রাচীন পরিচয়')। অতুলপ্রসাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও নিজেকে কিছুটা আড়ালে রেখেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি মঞ্চে উঠতে বাধ্য হন এবং তাঁর সেই বিখ্যাত গান 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা' গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন তাঁর লেখা 'বল দাও মোরে প্রভু দাও মোরে শকতি'। কবির গানের সঙ্গে সেতার বাজিয়েছিলেন লেডি রাণু মুখার্জী। এছাড়া বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দিলীপকুমার রায় গেয়েছিলেন 'মলয় আসিয়া কহে গেল কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে'। সম্মেলন সম্পর্কে অতুলপ্রসাদের চিন্তা ভাবনা ছিল বহুমুখী ও বাস্তবভিত্তিক। তিনি এই সম্মেলন গঠনের দিনই বহির্বঙ্গে 'একটি সুলিখিত ও সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের কথা বলেছিলেন। শুরুতে না হলেও সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (লখনউ ১৯২৫) এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও করা হয়। (ক্রমশ)

সম্রাট হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যে কি ত্রুটি ছিল 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট'-এর ?

বিশেষ প্রতিবেদন

ইতিহাসের বিখ্যাত কয়েকজন দিগ্বিজয়ীর নাম বলতে গেলে অবশ্যই শুরুতে একজনের নাম চলে আসবে যিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের পরেই যার নাম। শূন্য থেকে শুরু হয়ে সম্রাট হওয়া, রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হওয়া এবং সম্রাট-জীবন থেকে এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে মারা যাওয়া- এ সবই নেপোলিয়নের জীবনেরই ঘটনা। এ লেখাটি তাঁকে নিয়েই। যদিও ছোট একটি লেখায় সংক্ষিপ্তভাবে নেপোলিয়নের জীবনী আঁটানো সম্ভবপর না, তাও একটি ছোট প্রচেষ্টা। ১৭৬৯ এর ১৫ আগস্ট। এ দিন নেপোলিয়নের জন্ম হয় করসিকা দ্বীপে। ফ্লোরেন্সের সমৃদ্ধ ট্র্যাডিশনওয়ালা এক ইতালিয় পরিবারে তার জন্ম, যদিও তারা বাস করতেন ফ্রান্সে। বাবা কার্লো আর মা মারিয়া। বাবা-মার চতুর্থ সন্তান, তৃতীয় পুত্র ছিলেন নেপোলিয়ন। তাঁর নামের ফরাসি উচ্চারণ কিন্তু নাপোলেওঁ বোনাপার্ত। ফ্রেঞ্চ তার মাতৃভাষা ছিল না কখনই, জীবনেও ঠিক বানানে ফ্রেঞ্চ লিখতে পারেন নি। কথা বলতেন ফ্রেঞ্চে, তবে তাতে থাকতো রসিকার টান। সারা বিশ্ব তাকে ফ্রেঞ্চ হিসেবে চিনলেও বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ তিনি নন। ছোট থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন তিনি। তুখোড় ছিলেন অংকে। আর অগাধ জ্ঞান ছিল ভূগোল আর ইতিহাস বিষয়ে। মহাবীর অ্যালেক্সান্ডার দা গ্রেট এর অভিযান তাকে বরাবর আকর্ষণ করত। স্বপ্ন দেখতেন দিগ্বিজয়ী হবেন অ্যালেক্সান্ডার-এর মতোই। ১৭৮৫ তে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলেন নেপোলিয়ন, আর্মিতে হলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। ফ্রেঞ্চ রেভুলশন যখন চলছিল সে সময় তিনি ছিলেন প্যারিসে। ১৭৯২-তে হয়ে গেলেন আর্মির ক্যাপ্টেন।

পরের ছয় বছরে আর্মির হয়ে অনেক অভিযানেই অংশ নেন তিনি। তাঁর যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজির কারণে তিনি বিখ্যাত হন। তবে এর মাঝে তিনি একবার গৃহবন্দিও হয়েছিলেন। আবার স্পাই-এর কাজও করেছিলেন!

১৭৯৮-তে ফ্রেঞ্চ আর্মির লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের পরাজিত করা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা ধ্বংস করা, পারলে টিপু সুলতানকে হাত করে ব্রিটিশদের হারানো যেতে পারে। তবে এর মাঝে তার মিশর ভ্রমণের ইচ্ছা জাগল এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের আগে। বিশেষ করে পিরামিড দর্শন। তিনি অনেকজন অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, পরিব্রাজক নিয়ে আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে কায়রোর দিকে যান। সাথে তার বাহিনী। মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে তার আর্মিকে আক্রমণ করে মিশরের মামলুক বাহিনী মুরাদ আর ইব্রাহিম এর নেতৃত্বে। ফ্রেঞ্চ আর্মি যুদ্ধে জিতে যায়। এ যুদ্ধের নাম ছিল ব্যাটল অফ পিরামিড।

ব্যাটল অফ পিরামিড। তারা পিরামিডের কাছে পৌঁছে যান। রহস্যময় স্ফিংক্স দর্শনের পরে নেপোলিয়ন তাদের বললেন, আমাকে একা থাকতে দাও। আমি একাই থাকব ভিতরে। তোমরা যাও। বাইরে থাকো। ফারাও খুফু এই পিরামিড বানিয়েছিলেন সেই কত হাজার বছর আগে, নিজের কবর হিসেবে। কিন্তু কী কারণে তাঁর কবর এখানে দেওয়া হল না সেটা জানা নেই। নেপোলিয়ন জানেন, কিংস চেম্বারের পাশেই আছে কুইন্স চেম্বার। তবে সেটা বেশি আকর্ষণীয় না। পিরামিডের ভেতরে কিংস চেম্বারে পৌঁছে তিনি বসে পড়লেন। স্ফিংসের মূর্তির সামনে নেপোলিয়ন বাইরে বসে গল্প করছিল যে কজন সৈন্য রয়ে গিয়েছিল পিরামিডের বাইরে। সাথে নেপোলিয়নের কাছের কয়েকজন। হাসি তামাশা চলছিল। সাত ঘণ্টা পর হঠাৎ একজন সৈনিক পিরামিডের দিকে আঙ্গুল তুলে চিৎকার করে উঠল, দেখ! মশালের আলোতে একটা কালো আকৃতিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। একটু কিছু দূর দৌড়ালো, এরপর আবার বসে পড়ল, আবার উঠে দৌড়, এরপর আবার পড়ে গেল মাটিতে। আর এগোতে পারল না। মশাল নিয়ে কিছুদুর এগোতেই, সে চিনে ফেলল, নেপোলিয়ন ছাড়া কেউ না তিনি। যে কজন সেখানে ছিল, সবাই ছুটে গেল। জল খাওয়াল তাঁকে। থরথর করে কাঁপছেন নেপোলিয়ন। কথা বলছেন জড়িয়ে জড়িয়ে, আমি হারবো। আমি হারবো। সময় কম। সে রাতে আর কিছু করা হলো না। নেপোলিয়নকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলতেই কয়েকদিন চলে গেল। মাঝে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কী দেখেছিলেন ভেতরে? তিনি উত্তর দেন, এ বিষয়ে আমি কোনও কথা বলব না। আর কোনোদিন জিজ্ঞেস করবে না এটা নিয়ে।দ একদম একই রকম ঘটনার সম্মুখীন অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটও হয়েছিলেন! ১০ দিন পর নেপোলিয়ন জীবনের প্রথম কোনো যুদ্ধে হেরে গেলেন। নীল নদের যুদ্ধে ব্রিটিশ নেভির অ্যাডমিরাল নিলসনের নেতৃত্বে করা আক্রমণে নেপোলিয়নের ব্রিটিশ রাজ্য বিজয়ের স্বপ্ন চির ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল।

কী পরিবর্তন হলো নেপোলিয়নের কেউ জানেন না। এ ঘটনাটাতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যদিও। কিন্তু এ ঘটনার সত্যতা কি আসলেই নেই? ফ্রান্সে ফিরেই তিনি বিদ্রোহ করলেন আর নিজে সর্বাধিনায়ক হয়ে গেলেন। কয়েক বছর পর নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা দিলেন। তার আগের সেই যুদ্ধের জাদু আর নেই। আশপাশের কিছু দেশ আক্রমণ করে ভাল একটা অবস্থান পেয়ে গেল ফ্রান্স ইউরোপে। নেপোলিয়নের সিংহাসনে আরোহণ নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত নিলেন রাশিয়া আক্রমণ করবেন, তাঁর পুরনো সেই কারিশমা ফিরিয়ে আনবেন। ১৮১২-তে তিনি রাশিয়া আক্রমণ করলেন এবং খুব বাজেভাবে পরাজিত হলেন। পরের বছর খোদ তার নিজের দেশ ফ্রান্সই আক্রান্ত হল! তার আর্মি এত বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে ফ্রান্স রক্ষার মতো শক্তি ছিল না। অস্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, পর্তুগাল, সুইডেন, স্পেন, জার্মান রাজ্যগুলো সব একসাথে ফ্রান্স আক্রমণ করে। তার সময় শেষ হয়ে আসে, ফ্রান্স পরাজিত হয়। নেপোলিয়নের ভাগ্য হয় নির্বাসন। ইতালির কাছে এলবা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হলেন। অনেক চেষ্টা করে তিনি পালিয়ে যান, ১০ মাস পর। আবার ক্ষমতা দখল করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ইতিহাসের কুখ্যাত কিংবা বিখ্যাত ওয়াটারলু যুদ্ধে হেরে যান।

সম্পাদক সমীপেষু,

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেন

উত্তমকুমার ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সম্ভবত কোনও ছবির শুটিং উপলক্ষে ট্রেনের একই কামরায় যাচ্ছিলেন। তাদের গল্পের মধ্যে ট্রানজিস্টার রেডিয়োয় হঠাৎ বেজে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত। শিল্পীর কন্ঠে মুগ্ধ হয়ে উত্তমকুমার গৌরীপ্রসন্ন সেনকে জিজ্ঞেস করলেন কে গাইছেন? তিনি রহস্যময় এক উত্তর দিলেন 'আমারই বন্ধুর স্ত্রী'। উত্তমকুমার বললেন, আমার পরের ছবিতে ওঁকে দিয়ে গানটি গাওয়াব '। উত্তমকুমারের অনুরোধে ১৯৬০ সালে 'শুন বরনারী' ছবিতে গাইলেন শুধু নয় ,শিল্পী হিসেবে যোলোটি ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্লে-ব্যাক করেছেন সুমিত্রা সেন। ফিলসফি নিয়ে এম এ পড়তেন, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। কারণ বিয়ে হয়ে গেল। সংসারে কাজের তাগিদ মিটিয়ে একটা জিনিষ রাখা যায়,হয় পড়া না হয় গান তবে শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা -অনিল বেছে নিয়েছিলেন গান। অনিল বাবুল কলেজের কালচারাল সেক্রেটারী ওখানে যাওয়ার সূত্রে সুমিত্রার সাথে আলাপ, গানের প্রতি অনিলের আন্তরিক ভালবাসা ও মধুর স্বভাবে মুগ্ধ সুমিত্রার পিতা। মেয়ের গানের সহায়ক যে এই ছেলে হবে বুঝতে পেরে দুটি জীবনকে তিনি একসূত্রে বেঁধে দিলেন।

সত্যি বলতে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেনের গান শেখার প্রেরণা ও উৎসাহদাতা তাঁর পিতা। তিনি নিজে ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে দর্শনের বিভাগীয় প্রধান। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন পড়াশোনার সঙ্গে গান, ছবি আঁকা, সেলাই এই সব না শিখলে সৌন্দর্য চেতনার সামগ্রিক বিকাশ হয় না। হয়ত সেই আগ্রহতেই ঘোরতর 'সংসারী' হয়েও কিছু ত্যাগ না করেও শিল্পী হওয়া যায়,দুই কন্যা মানুষ করেও 'পেশাদার' হওয়া যায় সুমিত্রা সেন দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানেই তিনি অনন্য। গানের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে,তারপর শিখেছেন বেঙ্গল মিউজিক কলেজে। একদিন একটা অনুষ্ঠানে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে সুমিত্রা সেন গেয়েছিলেন 'মোর পথিকের বুঝি এনেছে ' । পরদিন সকালে গানের ক্লাসে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কাল তুমি গেয়েছিলে না ' । তারপর প্রশংসা করে বললেন 'খুব সুরেলা গলা তোমার। খুব রেওয়াজ কর বেটি ।তুম আ যায়েগা'। সত্যি বলতে ওই কথাগুলো যেন ভোকাল টনিকের মত কাজ করে। মনপ্রাণ দিয়ে রেওয়াজ করেন, গুরুরা খুশী হলেন কিন্তু নিজের আর মন ভরে না ।সেই সময় ভর্তি হলেন বৈতানিকে এখানে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর,প্রসাদ সেনের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের পাঠ শুরু করতে নিবিড় তৃপ্তিতে হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে।

দিলীপ ঘোষ কে 'গো ব্যাক' শ্লোগান বর্ধমানেঃ পেটে লাথি পরেছে তাই ঘেউ ঘেউ করছে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ মে ঃ বর্ধমানে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে গো- ব্যাক শ্লোগানের মুখে পরতে হল মঙ্গলবার। 'গো ব্যাক' শ্লোগান শুনে মেজাজ হারান দিলীপ ঘোষও। ইদানিং সকালে প্রাতঃভ্রমন কিম্বা চায়ে পে চর্চার অনুষ্ঠানে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষকে ঘিরে গো ব্যাক শ্লোগান উঠছে বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায়। প্রথম প্রথম এগুলো এড়িয়ে গেলেও মঙ্গলবার মেজাজ হারান তিনি। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন তিনি। তাকে ঘিরে তখন গো-ব্যাক, গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন কিছু মানুষজন। আর তখনই মেজাজ হারান তিনি। চিৎকার করে ওঠেন এবং ফিল্মি সংলাপ আউড়ে সরব হয়ে বলেন, 'হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোকে হাজার'। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে প্রার্থী বলেন, পেটে লাথি পরেছে তাই এই সব বলছে। কিছু লোক আছে এখনও ঘেউ ঘেউ করছে। তবে এসব ৪ তারিখ অবধি চলবে। কারন এরা জানে দিলীপ ঘোষ জিতলে তোলাবাজি চলবে না। ওরা তো গুজরাট বিহার থেকে প্রার্থী নিয়ে আসছে। আসলে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি সাংসদ কোনও কাজ করেনি বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। এখানে আগে ছিলেন এসএস আলুওয়ালিয়া। তার বিরুদ্ধে নিখোঁজ পোস্টার পড়ত। যদিও আলুওয়ালিয়া দাবী করেছেন, এখানে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয় নি। সাংসদ তহবিল থেকে প্রচুর প্রকল্পের টাকা দিলেও ইচ্ছাকৃত আটকে দেওয়া হয়েছে। এবার তাকে আসানসোলে প্রার্থী করেছে বিজেপি। আর দিলীপ ঘোষকে নিয়ে আসা হয়েছে মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান- দুর্গাপুরে। তাই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে দিলীপ ঘোষকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কেউ আমার চুল স্পর্শ করতে পারবেন না। আমরা স্পর্শ করতে যাব কেন? ওনার গায়ে এত পাপ লেগে আছে কেউ স্পর্শ করবে না। আমরা ওনাকে সরাব। ওনাকে আমরা সরাব সম্মানের সঙ্গে' সন্দেশখালির স্টিং অপারেশন নিয়ে দিলীপ ঘোষের দাবি, 'কে মহিলাদের সম্ভ্রম কিনেছে? ওরাই তো কিনেছে। ৫০০ টাকার জন্য মহিলাদের দিয়ে বানাতে নিয়ে যেত। এখন ফেঁসে গিয়ে উল্টোপাল্টা দেখানোর চেষ্টা করছে। মানুষ জবাব দেবে।' সকালের কর্মসূচি শেষ করার পর এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকায় বেশ কিছু গ্রামে গ্রাম সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি সারেন দিলীপ ঘোষ। মেমারি দু'নম্বর ব্লকে বড় পলাসন দু'নম্বর অঞ্চলের বড়পলাশনের জানাপাড়া এলাকায় মধ্যাহ্নভোজন করে সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় কালী মন্দিরে প্রনাম করে সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং ভোট প্রার্থনা করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএসসি পরীক্ষার বিষয়ে বলেন, ''এতোদিন বলেছিলো হারিয়ে গেছে, পুড়ে গেছে, যেই প্রধানমন্ত্রী সেদিন বললেন বর্ধমান থেকে, যারা যোগ্য প্রার্থী তাদেরকে চাকরি দিতে হবে। তাদের জন্য আমরা কেস লড়বো। আর যারা অযোগ্য তারা সাজা পাবে। আমরা আশা করবো যারা পরীক্ষা দিয়েছে, তারা যোগ্য। তারা চাকরি পাবে। আর যারা টাকা দিয়েছে যারা টাকা নিয়েছে তারা সাজা পাবে। পাণ্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণে একটি বাচ্চা মারা গেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের দিলীপবাবু বলেন, পশ্চিম বাংলার গ্রামেগঞ্জে বোমা বন্দুকের কারখানা তৈরি করেছে তৃণমূলের লোকেরা, যত বদমাশ হয় এখানে এসে রাজত্ব করেছে। আর তার ফলে ছোটো ছোটো বাচ্চা কাচ্চারাও বলি হচ্ছে। এর আগেও হয়েছে এরকম ঘটনা। অথচ ভোট চলছে, আর একদিকে এরকম ঘটনা ঘটছে। এই যারা মারা গেছে, অসুস্থ হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বা কেউ তাদের দেখতে যায় না। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ছুটে যেতেন এখানে ওখানে। কারন তিনি জানেন জনতার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাই ভয়ে যান না। আশা করবো আগামী ৪ তারিখের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাকরি দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রী জড়িত থাকলে সাজা পেতে হবে ঃ নিশীথ প্রামাণিক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৭ মে ঃ আদালতে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা জমা দেওয়ায় এসএসসিকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সেই সঙ্গে ঘুর পথে অযোগ্যদের যারা চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন তাদের শাস্তির দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। মঙ্গলবার সকালে তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার পুজো দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির বীরভূম লোকসভার প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য্য। সেখান থেকে চলে যান রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম কখনও পায়ে হেঁটে কখনও হুড খোলা গাড়িতে প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে। এরই মাঝে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন তিনি। কাকতলীয়ভাবে এদিনই আদালতে ১৯ হাজার শিক্ষকের চাকরি বৈধ বলে হলফনামা জমা দেয় এসএসসি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক আগেই এসএসসির ওই হলফনামা জমা দেওয়া উচিত ছিল। যারা যোগ্য প্রার্থী তাদের অনেক দিন ধরে ভুগতে হল তৃণমূল পরিচালিত সরকারের জন্য। আমরা আগেই বলেছিলাম যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা আদালতে তুলে দেওয়া হোক। কারণ যোগ্য প্রার্থীদের সঙ্গে আমরা আছি। যারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ দিয়ে রাস্তায় বসে আছেন তার জন্য দায়ী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অযোগ্যদের বাঁচাতেই যোগ্যদের রাস্তায় বসিয়েছে এই সরকার। এমন অনেকে আছেন যারা পরীক্ষায় না বসেও চাকরি পেয়েছিলেন। এই দুর্নীতির পিছনে যারা কালপিট রয়েছে তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তদন্তে রাজ্যের যেকোনো মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের সাজা পেতে হবে। মুর্শিদাবাদে নির্বাচনে অশান্তি প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, এই সরকারের আমলে নির্বাচন মানেই অশান্তি। নির্বাচন এলেই তৃণমূল দাগি দুষ্কৃতীদের সামনে নিয়ে আসে। এখন পুলিশ আর দুষ্কৃতী ছাড়া তৃণমূলের কিছু নেই। তবে যারা এসব করছেন তাদের বলি বীরভূমের মাটিতে অনুব্রত মণ্ডল নিজেকে ডন, মস্তান ভাবতেন। তিনি পুলিশকে বোম মারার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি এখন তিহার জেলে বসে রয়েছেন। ফলে এখন যারা ছোটোখাটো মস্তান মস্তানি করছেন তাদের জন্য জেল অপেক্ষা করছে।

এই ভোট আমরা নাগরিক থাকবো কিনা, তার ভোট ঃ ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম , ৭ মে ঃ এই ভোট আমরা নাগরিক থাকবো কিনা, তার ভোট। আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের ঘুসপেটিয়া বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি, মোদী, অমিত শাহর যতটা অধিকার এই দেশে, ততটা আমার, আপনার অধিকার। এই দেশে জন্মেছি, এই শিশুরা একদিন এই দেশের নাগরিক হবে। আমরা এই দেশের মাটিতেই মরবো। এই অধিকার আমাদের কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। -- মঙ্গলবার নলহাটির বাঁধখোলা মোড়ের তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিলেন জনাব ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন লাভপুর বিধায়ক অভিজি সিনহা, হাঁসন বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফাইভ মেন কমিটির সদস্য আবু জাহের রাণা প্রমুখ। এদিনের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিভাজনের রাজনীতির চরম সমালোচনা করেন তিনি। ফিরহাদ বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী সবার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি কী বললেন, ইণ্ডিয়া জোট জিতলে দেশের সম্পদ মুসলিমদের দিয়ে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, তিনি কী বললেন, হিন্দু মা - বোনেদের মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে যাদের অধিক সন্তান অর্থাৎ মুসলিমদের দিয়ে দেওয়া হবে। এটা প্রধানমন্ত্রীর মুখের ভাষা? আমি বলি, ফিরহাদ হাকিমের যদি জীবন যায় যাক, কিন্তু হিন্দু মা- বোনেদের মঙ্গল সূত্রর ইজ্জত রক্ষা করার অধিকার মোদীরা কেড়ে নিতে পারবে না। বাংলা সবার। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বাংলাকে বিভাজিত করা যাবে না। এদিন ফিরহাদ বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে উত্তম বারিক বা শিবু হাজরার নাম একবারও বলা হচ্ছে না। শুধু শাজাহানের নাম বলা হচ্ছে। কারণ সে মুসলিম। এই বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। কিন্তু আমি না। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বলছেন, বিজেপি টাকা দিয়ে মেয়েদের দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করিয়েছে। তারা না জেনেই সই করেছে। সারা দেশে মিথ্যাচার করে বাংলার অপমান করলো বিজেপি। মোদী সন্দেশখালি নিয়ে চোখের জল ফেলছেন। আমি বলি, কুমিরের কান্না। মোদী বাবু! আপনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। গুজরাটের বিলকিস বানোকে এগারো জন ধর্ষণ করলো। ধর্ষকদের খালাস করে আপনারা বের করে আনলেন। তখন চোখের জল পড়ে নি আপনার। হাতরসে আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হলো। তখন আপনার চোখে জল পড়েনি কেন? সিউড়িতে উত্তর প্রদেশের যোগী মুখ্যমন্ত্রী এসে সভা করলেন। আমি তাকে বলি, আমরা এখানে মজাফ্ফর নগর হতে দেব না। বাংলায় যতদিন মমতা আছেন, ততদিন আমরা সুরক্ষিত। একশো দিনের কাজের টাকার দাবিতে আমরা দিল্লিতে ধর্ণায় বসেছিলাম। রাণা ছিল। আমার শরীর খারাপ হলো। পুলিশ জোর আমাদের করে তুলে দিল। তখন তো কাছেই কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী ছিলেন। তিনি তো কই আপনাদের টাকা আদায়ের দাবিতে এলেন না? এই কংগ্রেসের মিল্টন রসিদকে যদি একটাও ভোট দেন বা আপনারা সবাই ভোট দেন, মিল্টন জিততে পারবে? কোনদিন পারবে না। কিন্তু সেটা হবে আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের পাছায় লাথ মারার সমান।

দিঘায় প্রবল জলোচ্ছ্বাস! মাতলো পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৭ মে ঃ দিঘায় প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ৮ ফুট থেকে ১০ ফুট উচ্চতার ঢেউ গার্ড ওয়াল টপকে মেরিন ড্রাইভে আছড়ে পড়ছে। জলোচ্ছ্বাসে দিঘার মেরিন ড্রাইভ পার্ক বাজারে জল জমেছে। গতকাল রাত থেকেই দফায় - দফায় চলেছে জলোচ্ছ্বাস। দীর্ঘ গরমে হাঁসফাঁসের পরে গতকাল, সোমবার রাত থেকে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন হয়। বৃষ্টি ও হালকা ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে সমুদ্র উত্তাল হয়েছে। পর্যটকদের সমুদ্র নামতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রের নামতে বারণ করা হয়েছে। যদিও এখন সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞার সময়সীমাই চলছে। সেই হিসেবে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার কথা নয়। উৎসুক পর্যটকেরা দীর্ঘ গরমের পরে নিজেকে একটু ভেজাতে হাজির হয়েছেন সৈকতে। এদিন মঙ্গলবার সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলাই রয়েছে, সমুদ্র উত্তাল থাকবে এবং সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্রের মধ্যে ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাবে। রয়েছে জলোচ্ছ্বাসের সতর্কতাও। বাংলার উপকূলে মৎস্যজীবীদের আজ সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ১১ জেলায়। রাজ্য জুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ বেশ কিছু জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে চলে গেছে। দিনভর দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে দমকা ঝড়। তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা-- পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে, সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া। শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো হাওয়া। মোটামুটি সপ্তাহ জুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশ থাকবে মেঘলা। রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টি চলবে রবিবার পর্যন্ত। সপ্তাহভর বৃষ্টি চলবে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “ Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **06 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(GURAP PS)**”.
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 56 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “ Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **16 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(DHANIAKHALI PS)**”.
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 57 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “ Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **10 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(MAGRA PS)**”.
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 58 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “ Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **15 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(PANDUA PS)**”.
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 59 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “ Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **10 nos. (Annexure)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(BALAGARH PS)**”.
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 60 of 2024-25
Bid submission closing date: **10/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশেষ বৈঠকে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মে ঃ প্রি মনসুন সিজনেই চিন্তা বাড়ালো ডেঙ্গু। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে বিশেষ বৈঠকে বসলো জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলায় এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ৫৭ জন। এর মধ্যে শহর এলাকাতেই আক্রান্ত রয়েছেন ৭ জন। আর এর জেরে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধে জলপাইগুড়ির সমস্ত পুরসভা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন জেলাশাসক শামা পারভিন। জানা গেছে, শহরে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সহ পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধে কী কী করনীয় এই নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং আধিকারিকরা। পাশাপাশি ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিকেরা। জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল বলেন, পতঙ্গ বাহিত রোগ মোকাবিলা নিয়ে বৈঠক ছিল। ইতিমধ্যে আমরা কি ব্যাবস্থা নিয়েছি তা জানাতেই জেলাশাসক আজ আমাদের ডেকেছিলেন।

কাজ ফিরে পেলেন আট শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মে ঃ সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ সহায়ক কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে তীব্র লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে আটজন শ্রমিকের ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিক কাজ ফিরে পেলেন। গতকাল ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনার পর মঙ্গলবার সকালে কাজে যোগদান করতে গেলে ঠিকাদার সংস্থার মালিক আবার কাজের যোগদানে বাধা দেয় পাশাপাশি অসংসদীয় ভাষা প্রয়োগ করেন বলে জানান শ্রমিরা । পরবর্তীতে শ্রমিকরা ডিভিশন অফিসে গিয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তীতে ডিভিশনাল ম্যানেজারের হস্তক্ষেপে তারা কাজে যোগদান করেন। কাজ ফিরে পাওয়া বিদ্যুৎ সহায়ক কর্মী বিশ্বজিত রায় ও মিঠুন সাহা বলেন সংগঠিতভাবে সংগঠনের পতাকার নিচে এসে লড়াই করবার জন্যই আমরা এই লড়াইয়ে জিততে পেরেছি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা আমাদের কাজে যোগদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। সংগঠনের সম্পাদক রজনী রায় বলেন, অনৈতিক ভাবে কাছ থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে সংগঠন এই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক অসম লড়াইয়ে শ্রমিকরা জিততে পেরেছে। সংগঠনের সভাপতি মিন্টু নন্দী বলেন, যেভাবে বদলি এবং ছাঁটাই করা হয়েছে তা শ্রম আইন বিরোধী, এভাবে বদলি করা যায় না। ঠিকাদার গায়ের জোরে এ কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জয় হলো শ্রমিকরা কাজ ফিরে পেলেন। সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণ সেন এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে জিতবার জন্য শ্রমিকদের অভিনন্দন জানান।

বিশ্ব হাঁপানি দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ মে ঃ আজ বিশ্ব হাঁপানি দিবস। সারা ভারতবর্ষে হাঁপানির সচেতন বার্তা দিতেই এই দিনটি পালন করা হয়। মঙ্গলবার কোচবিহার পুলিশ সুপারের অফিসে কোচবিহার পুলিশের উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হয় এবং পুলিশ আধিকারিকদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে হাঁপানির টেস্ট করানো এবং সচেতন বার্তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এস পি, কৃষ্ণা গোপাল মীনা, ডিএসপি হেড কোয়াটার চন্দন দাস, বিশিষ্ট চিকিৎসকরা।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মে ঃ নিম্নমানের কাজের অভিযোগ। তিস্তার সারদা পল্লীর ৮ নম্বরে রাস্তার কাজের বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদার ও কর্মীদের কাজ আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। জানা গেছে জলপাইগুড়ি খড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের তিস্তা পাড়ের সারদা পল্লী। এখানে জুবিলি পার্ক সংলগ্ন বিচারপতিদের বাংলোর সামনে থেকে মন্ডল ঘাট পর্যন্ত তিস্তার বাঁধের ওপর দিয়ে ১ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যায়ে প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরী করছে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর। শিডিউল মেনে কাজ হচ্ছে না এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সেই কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামবাসীদের একাংশ। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ঠিকাদার সংস্থার দাবী কাজ সম্পূর্ণ শিডিউল মেনে হচ্ছে।

আহত যুবতী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মে ঃ শিলিগুড়ির সেবক রোডে ভেঙে পড়লো একটি বিশালকার গাছ। ঘটনায় এক যুবতি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি একটি টোটো ও স্কুটিও পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে আচমকাই ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত সেবক রোডের ডন বস্কো মোড়ে একটি পুরোনো বিশালাকার গাছ টোটো এবং স্কুটির ওপর ভেঙে পড়ে। ঘটনায় এক যুবতী আহত হন। ঘটনার পর যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে রাস্তায় গাছ ভেঙে পড়ায় বেশকিছুক্ষণ বন্ধ থাকে যান চলাচল। খবর পেয়েই ভক্তিনগর থানা পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরবর্তীতে গাছটিকে কেটে সরিয়ে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে **বেলা ১২টায়** টেন্ডার বন্ধ হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪৮২-জিআরসি-সিই-সি-এসও-৩৪-২০২৪, তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিই/কন/সাউথ/গার্ডেনরীচ, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধিক্ষেত্রে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিঙ্গল শট ক্রুসিবল্ ফিটেড অবস্থায় ৫২ কেজি/৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস/২৬০আর রেলের নিজস্ব অবস্থানে এ.টি. ওয়েল্ডিং। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩.৭৫ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,৩৭,৬০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.০৫.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।**(PR-116)**

হারানো প্রাপ্তি

REGARDING the loss of the fixed deposit receipt no. CC/15343592 in the name of Late Shri Nikhil Baran Roy. The notice should give 14 days time to anyone who may find the receipt & claim. Please contact HDFC Bank,5th Floor, 4,Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata :700001.

টেন্ডার

NIQ No. 01/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2024-25 dt. 07/05/2024

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol- 91 from Bonafied Agencies/ Organization Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for SPMU and River Reserach Institute, Haringhata" Last date of receiving application is **15/05/2024 upto 2.00 PM**. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91.
Sd/-
Deputy Project Director (Civil)- VI,
DPMU- II, WBMIFMP,
Irrigation & Waterways Dte.

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for the work of **Name of Work: Erection of 01(One) no. Temporary Kitchen Shed cum 01 (One) no. Dining Hall to be installed at Gopalnagar High School (HS), PS.- Singur, Dist.- Hooghly, under Hooghly Construction Division , PWD for Security forces in ensuing Parliamentary Election-2024 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/ SHORT NIQ 06/2024-25** Last Date and time limit of the application : **10.05.2024 from 2.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper: **10.05.2024 from 3.00 p.m.** Last Date and time limit for submission of quotation paper : **10.05.2024 up to 3.30 p.m.** Date and time of opening of quotation : **10.05.2024 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. **Details of NIQ and other documents to be downloaded from: http://wbpwd.gov.in/home/tender.html**
Sd/- N.C.Pal
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড

রেজি অফিসঃ পূর্বাশা হাউস, ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০০১৬
ভারত, ফোনঃ ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪,
ইমেইলঃ corporate@purbasharesources.in,
ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in
CIN - L65993WB1980PLC032908

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২০২৪	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২০২৪	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩১।৩।২০২৩
১.	মোট আয় (নিট)	২,৬১১,২০৫	৭৬,২৪২,৪১৭	৩,৯৬১,৯৭৭
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩,৮০৩,৭৮৭)	২০,৯২৩,১৫৬	(৬,১৩৩,৩৮০)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩,৮০৩,৭৮৭)	২০,৯২৩,১৫৬	(৬,১৩৩,৩৮০)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৪,৮৯৭,৬১৫)	১৪,৬২৮,৫৭৭	(৬,৯৭৫,৩৪৫)
৫.	সময়কালের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(৫,৫৪০,৬৩২)	৫৪,৭৭২,৮৩০	(৮,৭৫৩,৩৬৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০
৭.	সংরক্ষিত (নিরীক্ষিত হিসাবে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত আগের বছরের ব্যালেন্স শীট)	২৫৬,৫৯২,০৬৩	২৫৬,৫৯২,০৬৩	২০১,৮১৯,২৩৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (চালানোর জন্য এবং কার্যক্রম বন্ধ করা) (প্রতিটি ১০- টাকার F.V) মূল এবং মিশ্র	(১.৬৩)	৪.৮৭	(২.৩২)

বিঃদ্রঃ
উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.purbasharesources.in.

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর আদেশ দ্বারা
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00012978

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৪

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
CIN : L67100WB1986PLC040201
Regd.Office : 6 Waterloo Street, Room No:506, 5th Floor, Kolkata-700069 (W.B)
Tele Fax.(033)22430376, **Email.:** ashirwadsteels@gmail.com,
WebSite : www.ashirwadsteels.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2024
(Rupees in Lakhs)

Sl No.	Particulars	3 months ended 31.03.2024 (Unaudited)	Preceeding 3 months 31.12.2023 (Unaudited)	Correspon. 3 months ended 31.03.2023 in the previous year (Unaudited)	Current year ended 31.03.2024 (Audited)	Previous year ended 31.03.2023 (Audited)
1)	Total Income from operations	163.90	103.62	93.77	439.94	444.32
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	133.31	74.03	75.88	318.59	278.29
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	133.31	74.03	75.88	318.59	1,865.91
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	89.83	56.61	54.54	225.51	1,676.58
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	92.20	60.66	55.50	246.82	1,702.21
6)	Equity Share Capital	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00
7)	Other equity				6834.94 As at 31.03.2024	6588.12 As at 31.03.2023
8)	Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualised for quarterly figures): a) Basic ₹ b) Diluted ₹	0.72 0.72	0.45 0.45	0.44 0.44	1.80 1.80	13.41 13.41

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31st, 2024 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.
2) The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31st, 2024 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The Audited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rules, 2015.
4) The figures of previous periods have been re-grouped and re-classified to conform to the classification of the current period, where necessary.
5) The above Audited Financial Results were reviewed and recomended by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 7th May,2024

For and on behalf of the Board of Directors of Ashirwad Steels & Industries Ltd.
Sd/-
Dalbir Chhibbar
Managing Director
DIN: 0550703

Place : Kolkata
Date : 07.05.2024

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/২৫, তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ১২২৪৫১৮৮;** ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ারের প্রাপ্তি; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ২০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ১০২৪৫০০১;** ডব্লুএপি-৭-এর জন্য মেইন ট্রান্সফর্মার ৭৭৭৫ কেভিএ ইত্যাদি; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ২২.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ০৫২৪৫০১৮;** ইঞ্জিন অয়েল এসএই ১৫ডব্লু; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ২৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৪; ১০২৪২৫১৪;** ইএলজিআই কমপ্রেসর-এর জন্য আইওএইচ কিট; ০ টাকা; ৩,৮০,৯০০ টাকা। **৫; ১১২৪১৬৫৭;** অ্যাক্সেল বক্স হাউসিং ফিনিশ মেশিনড্ ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ২,১৪,০১০ টাকা এবং ২৪.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৪ ও ৫-এর জন্য)। **৬; ১৫২৪৫০৩০;** বিদ্যুৎ চালিত রোটারি স্ক্রুটাইপ এয়ার কমপ্রেসর, ক্ষমতা ৫০০ সিএফএম, ১০ থেকে ১০.৫ কেজি/সেমি² ইত্যাদির সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন; ০ টাকা; ৪,১৫,০০০ টাকা এবং ২৭.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৭; ২০২৪১১৪৪;** ২৫ কেভি এসি ইএমইউ ও এমইএমইউ-এর এনার্জি-কাম-স্পিড মনিটরিং ইউনিট (ইএসএমওএন); ০ টাকা; ১,১৩,৯৫০ টাকা। **৮; ২০২৪২১৮৭;** হাই হর্স পাওয়ার ট্র্যাকশন মোটর-এর জন্য গিয়ার কেস কমপ্লিট ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১,১৬,৩৯০ টাকা এবং ৩০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৭ ও ৮-এর জন্য)। **৯; ২১২৪১০২২;** ক্যাসনাব বগির জন্য বগি সেন্টার পিভোট টপ ইত্যাদি; ০ টাকা; ৩,১১,২৩০ টাকা। **১০; ২১২৪৫০১০;** উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাফ্ট গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৪,০৭,১০০ টাকা এবং ০৩.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৯ ও ১০-এর জন্য)। **১১; ১৫২৩৫১৫৭এ;** অ্যানেক্সচার এ-তে সংযুক্ত করা টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এয়ার প্লাসমা কাটিং ইক্যুইপমেন্ট-এর সরবরাহ ও সম্পাদন; ০ টাকা; ৬০,১৩০ টাকা এবং ০৪.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১২; ১৫২৩৫০৫৫;** কেপিএ স্পেসিফিকেশন নম্বর কেইএলডি ০২৮৫-২০১৯, অল্ট-এ অনুযায়ী ৫টন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি অপারেটেড ফর্ক লিফট ট্রাক-এর প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৬৯,৮৯০ টাকা। **১৩; ১৫২৩৫০৯৯;** অ্যানেক্সচার অনুযায়ী ৩টি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি অপারেটেড ফর্ক লিফট ট্রাক-এর প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৬৩,৮০০ টাকা এবং ১০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১২ ও ১৩-এর জন্য)। **১৪; ১০২৪২১৬৭;** ৩ ফেজ-এর জন্য ইনার ল্যাবিরিন্থ (ডিই)-এর সেট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৮২,৯১০ টাকা এবং ২৭.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৫; ১০২৪২৪৭৮;** ট্র্যাকশন মোটর-এর জন্য হল এফেক্ট অ্যাক্টিভ স্পিড সেন্সর ইত্যাদি; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডার ঃ ২০২৩১৩১৭ নির্ধারিত তারিখ ২১.০৫.২০২৪-এর সাপেক্ষে জারি করা সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-09/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় “থার্ড রেল কেব্‌ল-এর আইসোলেটরে সিআইএফআর সংযোগের সম্প্রসারণ সহ ট্র্যাকের নিচ দিয়ে যাওয়া ৭৫০ ভোল্ট ডিসি পজিটিভ কেব্‌ল ডিসম্যান্টলিং ও রিলেয়িং”। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ১০,৯০,৩৭৯.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৫.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১১৫_আরএল_সিএবি_ডিটি_২০-৪-২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ভ্রমণ

এই ৫ জায়গার মানুষ যেসব কারণে শত বছরের বেশি দিন বাঁচেন

ইকারিয়া, গ্রিস

গ্রিসের একটি ছোট দ্বীপ ইকারিয়া। ২৫৪ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত দ্বীপটি তুরস্ক উপকূল থেকে আট মাইল দূরে আজিয়ান সাগরে অবস্থিত। বিস্ময়ে ভরা এই দ্বীপের মানুষের গড় আয়ু ১০০ বছর। এখানে মধ্যবয়সী মানুষের (৪৫-৬৪ বছর) মৃত্যু হার বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। বয়স বাড়লে মানুষকে যে ভুলে যাওয়ার সমস্যায় (ডিমেনশিয়া) ভুগতে দেখা যায়, সেটাও এই দ্বীপবাসীর বয়স্কদের মধ্যে নেই বললেই চলে। ইকারিয়াবাসীদের দীর্ঘ জীবনের মূলমন্ত্র তাদের ঐতিহ্যবাহী মেডিটারিয়ান ডায়েট। এই বিশেষ ধরনের ডায়েট মেনে চললে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ও স্থূলতার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে। এতে শাকসবজি, ফলমূল, বাদাম, মটরশুঁটি, মাছ ও অলিভ অয়েলের মতো অসম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ বেশি। সেই সঙ্গে পরিমিত মাংস এবং দুগ্ধজাতীয় খাবার খাওয়ার পরামর্শও থাকে এই ডায়েটে।

ওকিনাওয়া, জাপান

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বীপাঞ্চলটির নাম ওকিনাওয়া। ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই এলাকায় বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী নারীদের বাস। তবে পুরুষদের গড় আয়ুও কম নয়। ওকিনাওয়া দ্বীপের বাসিন্দাদের দীর্ঘ জীবনের রহস্য জানতে গবেষকেরা কয়েক দশক ধরেই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অনুসন্ধান চলছে তাঁদের জিনের গঠন এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ওকিনাওয়ার অধিবাসীরা নিজেদের উৎপাদিত মিষ্টি আলু, সয়া বীজ, মুগওয়ার্ট, হলুদ এবং গয়া (করলা) নিয়মিত খাবারের তালিকায় রাখেন।

অলিয়াস্ত্রা অঞ্চল, সার্দিনিয়া, ইতালি

ইতালির সার্দিনিয়া দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলটির নাম অলিয়াস্ত্রা। এখানে প্রচুর শতায়ু পুরুষের বাস। এ অঞ্চলের লোকেরা সচরাচর কম আমিষযুক্ত খাবার খেতে অভ্যস্ত। খাদ্যাভ্যাসের কারণে তাঁদের ডায়াবেটিস ও ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। যার কারণে ৬৫ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যু হার নিম্নমুখী।

লোমা লিন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের লোমা লিন্ডা শহরের মানুষেরা দেশটির অন্য এলাকার মানুষের চেয়ে গড়ে ১০ বছর বেশি বাঁচেন। তাঁদের সুস্বাস্থ্যের রহস্যের অন্যতম হলো স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম আর ধর্মবিশ্বাস। লোমা লিন্ডা শহরে 'সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্টদের' (প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের বিশেষ সম্প্রদায়) সর্বোচ্চ সংখ্যায় পাওয়া যায়। তাঁরা বিভিন্ন শস্য, ফল, বাদাম ও শাকসবজি বেশি খেয়ে থাকেন।

নিকোয়া উপদ্বীপ, কোস্টারিকা

এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যবয়সে মৃত্যু হার বিশ্বে সর্বনিম্ন। আর পুরুষ শতবর্ষীদের ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয়। কীভাবে দীর্ঘ জীবন পান তাঁরা? গবেষকেরা বলছেন, নিকোয়া উপদ্বীপের মানুষেরা নিজেদের ফসল নিজেরা ফলান, সেখানকার জল উচ্চ ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ, নিজেদের মধ্যকার গভীর সামাজিক বন্ধন এবং প্রাত্যহিক লো ইনটেনসিটির ব্যায়াম (সাঁতার, হাঁটা, সাইক্লিং, যোগব্যায়াম ইত্যাদি) তাঁদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **04 nos. (Parul Kashinath Prathamik Vidyalaya, Parul Ramkrishna Sarada High School, Arambagh Girls Primary School and Rammohan Prathamik Vidyalaya)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Arambagh PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 31 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no. (Pursurah Primary School)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(PRUSURAH PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 33 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no. (Krishnapuram Logde, Jangipara)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Jangipara PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 35 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no. (Puinan Girls High School)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(DADPUR PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 37 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **03 nos. (Dhanikhlai Bipasha Lodge (Julantala) (For LC), Dhaniakhali Appyan Lodge and Dhaniakhali Pankajini girls school)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(DHANIAKHALI PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 39 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **02 nos. (Joy Jagnnath Cold Storage at Nangulpara and Dainan Dakshineswari Primary School)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Khanakul PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 32 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no (Chatra High School and Samantakhanda H.K. Roy High School)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(GOGHAT PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 34 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **02 no. (Singur Golap Mohini High School and Baijnath Shaw College)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(SINGUR PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 36 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **12 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **03 nos. (GOPINATHPUR HIGH SCHOOL, KHANPUR PRIMARY SCHOOL and GURAP COMMUNITY HALL)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for SPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(GURAP PS)**".
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ- 38 of 2024-25
Bid submission closing date: **09/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

তৃতীয় দফায় দেশের ৯৩টি সংসদীয় কেন্দ্রে শুরু ভোট

নয়াদিল্লি, ৭ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের দুই দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, মঙ্গলবার দেশে শুরু হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় পশ্চিমবঙ্গের ৪টি সংসদীয় আসন-সহ মোট ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায় ৯৪টি আসনে ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গুজরাটের সুরাটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছে বিজেপি। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রজৌরিতে ভোট পিছিয়ে ২৫ মে করেছে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের বেতুলে দ্বিতীয় দফায় ভোট হওয়ার কথা থাকলেও বিএসপি প্রার্থীর মৃত্যুর জেরে সেখানে ভোট পিছিয়ে তৃতীয় দফায় করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তৃতীয় দফায় দেশের ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে ৯৩টি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চারটির পাশাপাশি গুজরাটের ২৫, কর্নাটকের ১৪, মহারাষ্ট্রের ১১, উত্তর প্রদেশের ১০, মধ্যপ্রদেশের ন'টি, ছত্তিশগড়ের সাতটি, বিহারের পাঁচটি, অসমের চারটি, গোয়ার দু'টি, দাদরা ও নগর হভেলীর একটি এবং দমন ও দিউয়ের একটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে।

কৃষক, তরুণ প্রজন্ম খুবই হতাশ, বিজেপি এবার খারাপভাবে হারতে চলেছে ঃ অখিলেশ যাদব

সাইফাই, ৭ মে ঃ বিজেপি এবার খারাপভাবে হারতে চলেছে, কারণ কৃষক, তরুণ প্রজন্ম, ব্যবসায়ী, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ হতাশ। মঙ্গলবার তৃতীয় দফার ভোটের দিন এই দাবি করলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের সাইফাই-এ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তাঁর স্ত্রী এবং মইনপুরি লোকসভা আসন থেকে সপা প্রার্থী ডিম্পল যাদব। এদিন ভোট দেওয়ার পর অখিলেশ যাদব বলেছেন, দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব সমস্যা রয়েছে এবং আমি আশাবাদী যে জনগণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে অখিলেশ যাদব বলেছেন, পুলিশ ও প্রশাসনের আচরণ ঠিক নয়। এই দফায় বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সম্ভলে পুলিশ লোকজনকে মারধর করছে এবং আমরা মইনপুরি থেকে তথ্য পাচ্ছি যে সমাজবাদী পার্টির কর্মী, নেতাদের আটক করা হচ্ছে। আমি জনগণের কাছে আহ্বান জানাতে চাই, বেরিয়ে এসে ভোট দিন এবং গণতন্ত্র রক্ষা করুন। আশা করি নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল যাদব বলেছেন, প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ অবহেলিত বোধ করছে এবং যেভাবে বেকারত্ব ক্রমাগত বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি যেভাবে ক্রমাগত বাড়ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মূল্য যেভাবে ক্রমাগত কমছে, তাতে আমার মনে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিতে বিরাট ঘাটতি এবং বিরাট ত্রুটি রয়েছে। আমি মনে করি এটা রাজনৈতিক আদর্শের লড়াই, সংবিধান রক্ষার লড়াই এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই।

গোয়ার উভয় আসনেই জয়লাভ করবে বিজেপি, আশাবাদী প্রমোদ

পানাজি, ৭ মে ঃ গোয়ার উভয় আসনেই জয়লাভ করবে বিজেপি। মঙ্গলবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় মঙ্গলবার, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত উত্তর গোয়ার কোথাম্বির একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার আত্মবিশ্বাসী প্রমোদ বলেছেন, বিজেপি ভালো ফল করবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, আমি জানি জনগণ গণতন্ত্রের এই উৎসব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করছে... আমি আশাবাদী যে গোয়াতে এবার রেকর্ড ভোট হবে - ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ভোট হবে। জনগণ বিকশিত ভারত এবং বিকশিত গোয়াকে ভোট দিচ্ছে...গোয়ার উভয় আসনেই বিজেপি জিতবে।

প্রাণ হারালেন প্রিসাইডিং অফিসার

সুপৌল, ৭ মে ঃ প্রচন্ড তাপপ্রবাহের মধ্যেই বিহারে চলছে ভোটগ্রহণ পর্ব। আর এরমধ্যেই ঘটে গেল মারাত্মক ঘটনা। বিহারের সুপৌলের একটি ভোটকেন্দ্রের এক প্রিসাইডিং অফিসার মারা গেলেন ভোটের আবহেই। জানা গেছে, তাঁর নাম শৈলেন্দ্র কুমার। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এই বিষয়ে চিকিৎসক বলেন, ''সকালে তিনি মারা যান। যেখানে তাকে ভোটের ডিউটি দেওয়া হয়েছিল সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাকে দ্রুত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

Name Change
I SOFIKUL MOLLA AND SAFIQUL MOLLA,SON OF MD PEAR ALI MOLLA, RESIDING AT VILL-FULBARI, PO-DANDIRHAT, PS-BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS -743412, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAFIKUL MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 07/05/2024.THAT SOFIKUL MOLLA AND SAFIQUL MOLLA ALSO SAFIKUL MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Banu Gopal Mitra (old name) S/O Sudhir Kumar Mitra, Presently residing at A2/14, Samadrita Housing, EKTP, Phase-3, Kasba, Kolkata-700107, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Benu Gopal Mitra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Benu Gopal Mitra (new name) and Banu Gopal Mitra (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Sumita Chakraborty (পুরাতন নাম) স্বামী Kaustav Chakraborty, ঠিকানা- KARAYA ABASAN, BLOCK-G, FLAT NO-8, 98, KARAYA ROAD, PS-KARAYA, KOLKATA-700019, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sumita Chakroborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sumita Chakroborty (নতুন নাম) এবং Sumita Chakraborty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sabir Hossen (পুরাতন নাম) পিতা Late Noor Mohammad ঠিকানা- 60/E,RAMKRISHNA ROAD, PO-RISHRA,PS-SERAMPORE, HOOGHLY, PIN-712248, West Bengal, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.05.2024 এর Affidavi দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sabir Hussain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sabir Hussain (নতুন নাম) এবং Sabir Hossen (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SABIR HOSSEN (OLD NAME) , S/O-LATE NOOR MOHAMMAD, R/O 60/E,RAMKRISHNA ROAD, PO-RISHRA, PS-SERAMPORE, HOOGHLY, PIN-712248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABIR HUSSAIN (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT SABIR HOSSEN AND SABIR HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARBAAZ UDDIN, SON OF MD SERAJUDDIN, RESIDING AT 2/C TILJALA LANE, PS-KARAYA, KOLKATA-700019,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ARBAAZUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024. THAT ARBAAZ UDDIN AND MD ARBAAZUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAHANJ AND SHAHNAZ, W/O MOHAMMAD AZAM KHAN, RESIDING AT 23/1, SHARIFF LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHNAZ KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024. THAT SHAHANJ AND SHAHNAZ ALSO SHAHNAZ KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MUJIBAR, S/O SAMSUDDIN, R/O MOLLAPARA, MAHESHTALA, PS MAHESHTALA, KOLKATA -700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOLLA NURUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT MUJIBAR AND MOLLA NURUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJU MUJIBAR, S/O MOLLA NURUDDIN, R/O CHATTA KALIKAPUR MOLLA PARA, PO MAHESHTALA, PS MAHESHTALA, KOLKATA -700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJU MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT RAJU MUJIBAR AND RAJU MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RUBINA, W/O MOLLA NURUDDIN, R/O MOLLA PARA, MAHESHTALA, PS MAHESHTALA, KOLKATA -700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOMTAJ BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT RUBINA AND MOMTAJ BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRADIP KUMAR BANERJEE, SON OF BINOY CHANDRA BANERJEE, RESIDING AT 106, B.K. STREET, UTTERPARA, HOOGHLY-712258, WEST BENGAL.IN SOME OTHER PLACE MY NAME RECORDED AS PRADIP BANDYOPADHYAY AND SOME PLACES ALSO RECORDED AS PRADIP KUMAR BANDYOPADHYAY IN PLACE OF PRADIP KUMAR BANERJEE.THAT PRADIP BANDYOPADHYAY AND PRADIP KUMAR BANDYOPADHYAY ALSO PRADIP KUMAR BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.

Name Change
I, Mohammed Abdul Hamid Mondal & Abdul Hamid Mandal (old name) S/O Abdul Ohid Mondal, Presently residing at Vill- Trimohini Pachim Para Taki Road, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Abdul Hamid Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Md Abdul Hamid Mondal (new name) and Mohammed Abdul Hamid Mondal & Abdul Hamid Mandal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Kakali Roy (পুরাতন নাম) স্বামী Mihir Roy ঠিকানা - at Vill- Basakpara Town Kalibari, P.O.& P.S.-Bongaon, North 24 Parganas-743235 Ld.. 1ম শ্রেণীর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ. উত্তর 24 পরগনা Dated 06-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kakoli Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kakoli Roy (নতুন নাম) ও Kakali Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I YUSUF MOLLICK, S/O LATE MAHARAMI MOLLICK, R/O VILLAGE AMBA , SAMRAIPUR, PS KHARAGPUR LOCAL, PO SAMRAIPUR, DIST PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721301, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YUSUF MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT YUSUF MOLLICK AND YUSUF MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Maya Balmiki (old name) W/O Hari Kishan, Presently residing at Lavakush Puram, Rohta Road, Khadali, Meerut, Uttar Pradesh, Pin- 250001, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Maya Devi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Maya Devi (new name) and Maya Balmiki (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Hari Kishan Balmiki (old name) S/O Khimman, Presently residing at Lavakush Puram, Rohta Road, Khadauli, Meerut, Uttar Pradesh, Pin- 250001, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hari Kishan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Hari Kishan (new name) and Hari Kishan Balmiki (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rakesh Kumar Balmiki (old name) S/O Hari Kishan, Presently residing at 11/39, Near Lama Transport Daragaon, Jaigaon, P.O.- New Market, P.S.- Jaigaon, Dist- Alipurduar, Pin- 736182, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rakesh Kumar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Rakesh Kumar (new name) and Rakesh Kumar Balmiki (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Hemangini Mondal (old name) W/O Ranajit Kumar Mandal, Presently residing at Piyali Para, Kalaria, P.S.- Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Himangini Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Himangini Mandal (new name) and Hemangini Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ranjit Kumar Mondal (old name) S/O Tarak Chandra Mandal, Presently residing at Piyali Para, Kalaria, P.S.- Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ranajit Kumar Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Ranajit Kumar Mandal (new name) and Ranjit Kumar Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ranajit Kumar Mandal S/O Tarak Chandra Mandal, declare that my son said name Ritam Mondal (old name) Presently residing at Piyali Para, Kalaria, P.S.- Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, India, have changed my son name to (shall henceforth be known as) Ritam Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Ritam Mandal (new name) and Ritam Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I TAPAN CHANDA, SON OF MOHENDRA CHANDA CHANDA, RESIDING AT K.G.DAS ROAD, PO & PS-BARUIPUR, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS -700144, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN KUMAR CHANDA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT TAPAN CHANDA AND TAPAN KUMAR CHANDA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RABISWARI DAS, D/O ANANDA DAS, RESIDING AT GANESHPUR TRITIYA GHERI UTTAR, KAKDWIP, PS- KAKDWIP, SOUTH 24 PGS-743347, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABISHAWARI DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT RABISWARI DAS AND RABISHAWARI DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MITA KIRTANIA, WIFE OF KRISHNA DHALI, RESIDING AT PROMODGARH LANE 04, BIDHANNAGAR-700159, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITA DHALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT MITA KIRTANIA AND MITA DHALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PRIYANKA BANERJEE ROY, WIFE OF ALOK KUMAR ROY, RESIDING AT 53, DHAKURIA STATION ROAD, PO-BALLYGUNGE, PS-LAKE, KOLKATA - 700031, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANKA BANERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT PRIYANKA BANERJEE ROY AND PRIYANKA BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SIMA KARMAKAR,WIFE OF RANJIT KARMAKAR, RESIDING AT TRIPURA SUNDARI ROAD, BORAL, RAJPUR SONARPUR (M), KOLKATA -700154, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEEMU KARMAKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT SIMA KARMAKAR AND SEEMU KARMAKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SWAPNA DAS BISWAS AND SWAPNA DAS, WIFE OF TAPAS KUMAR DAS, RESIDING AT A10/114, FLAT-B5, SARBANI CO-OP HSG SOCIETY LTD, KALYANI, RANAGHAT, NADIA- 741235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPNA BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024. THAT SWAPNA DAS BISWAS AND SWAPNA DAS ALSO SWAPNA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sk Jainal Abadin (old name) S/O Sk Ahamaddi, Presently residing at Chaketbati Bawali, P.S.- Nodakhali, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743384, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Jainal Abedin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Sk Jainal Abedin (new name) and Sk Jainal Abadin (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sk Abdul Jalil (old name) S/O Sk Harasatulla, Presently residing at Vill- Barsundra, P.O.- Iswardahajalpai, P.S.- Bhabanipur, Dist- East Medinipur, Pin- 721654, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Abdul Jolil (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Sk Abdul Jolil (new name) and Sk Abdul Jalil (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Jummad Hossain (old name) S/O Abdul Mannan, Presently residing at 76, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hannan Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Hannan Hossain (new name) and Jummad Hossain (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Jilnat Begum (old name) W/O Hannan Hossain, Presently residing at 76, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Zeenat Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Zeenat Begum (new name) and Jilnat Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Arun Paul (old name) S/O Late Monoranjan Paul, Presently residing at Flat- 404, Tower-14, Elita Garden Vista, Newtown, AA-3, P.S.- Techno City, Pin- 700135, Dist- North 24 Pgs, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arun Kumar Paul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Arun Kumar Paul (new name) and Arun Paul (old name) both are same identical person.

Name Change
I BHOLA NATH , S/O LATE PASHUPATI NATH, R/O JHOWDANGA, PS GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHOLANATH NATH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT BHOLANATH NATH AND BHOLA NATH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOUMITA MAITY GURIA, W/O SUMAN KUMAR GURIA, R/O BARSUNDRA, ISWARDAHAJALPAI, BHABANIPUR, EAST MEDINIPUR, PIN-721654, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUMITA MAITY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT MOUMITA MAITY GURIA AND MOUMITA MAITY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RIYA SEN, W/O NITYANANDA SEN, R/O KORA PURBACHAL KORA CHADIGARH, PS MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700130, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIA SUR SEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT RIA SUR SEN AND RIYA SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Bidhan Barman (Old Name) S/o Late Brojendra Chandra Barman-Residing at BD-117, Rabindrapally, Krishnapur, VTC+ PO-Prafulla Kanan, North 24 Parganas,W.B Pin- 700101, India shall henceforth be known as Bidhan Chandra Barman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-05-2024.Bidhan Barman (Old Name) and Bidhan Chandra Barman (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I SANJAY PATHAK S/O SWAMI NATH PATHAK RESIDING AT VILL-REFITHPUR, P.O-CHANDRAHATI. P.S-MAGRA, DIST-HOOGHLY, PIN-712504. W.B THAT SAID SANJAY PATHAK AND SANJOY PATHAK IS BEING SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. THAT MY WIFE NAME WRONGLY RECORDED AS MOHIMA PATHAK AND ALSO OUR SON'S (SURAJ PATHAK). THAT MY WIFE, MAHIMA PATHAK AND MOHIMA PATHAK IS BEING SAME AND ONE IDENTICAL PERSON, VIDE AFFIDAVIT IN THE COURT OF LD. (1st CLASS) JUDICIAL MAGISTRATE HOOGHLY AT ONES CHINSURAH. DATE-03/05/2024

Name Change
I, Previously called SITARA BIBI (old name) W/o,Late SK. Ahmed Hussain R/o, 8A, Dent Mission Road, P.S.Watgunge Kolkata - 700023.Have Changed My Name as LATIFUN NESA (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-06/05/2024.Therefore SITARA BIBI and LATIFUN NESA are same identical persons.

Name Change
I, Previously called MOHAMMADD MAHFOOJ (old name) S/o, MD,QUDDUS R/o,18/2/H/10, Mominpore Road, P.S.EKBALPORE Kolkata -700023. Have Changed My Name as MD. MAHFOOJ (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-06/05/2024.Therefore MOHAMMADD MAHFOOJ and MD.MAHFOOJ are same identical persons.

আর্থিক প্রতারণার শিকার কামাখ্যাগুড়ির যুবতীর টাকা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ মে ঃ কাজের প্রলোভন দিয়ে যুবতীকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালো হয়েছিল মেসেজ। আর সেই মেসেজ অনুসরণ করে আর্থিক প্রতারণার শিকার হন কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ির এক যুবতী। এই বিষয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানান কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা যুবতী দীপাশ্রী কর্মকার। সেইমতো ঘটনার তদন্ত শুরু করে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। অবশেষে সোমবার ওই যুবতী তাঁর টাকা ফেরত পেলেন। জানা গিয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি দীপাশ্রী কর্মকারকে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে একটি লিঙ্ক পাঠিয়ে কাজের কথা বলা হয়। সেই লিঙ্ক অনুসরণ করার পর অনলাইনে তাঁর কাছ থেকে মোট ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওই যুবতী পুলিশে অভিযোগ জানান ১২ ফেব্রুয়ারি। তদন্তে নেমে পুলিশ মোট ৫২ হাজার ৪০৮ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যুবতী দীপাশ্রী কর্মকার বলেন, 'কুমারগ্রাম থানার পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। পুলিশের জন্য আমি ৬০ হাজার টাকার মধ্যে ৫২ হাজার ৪০৮ টাকা আমি ফিরে পেলাম।' পুলিশকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি আর্থিক প্রতারণা থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়েছেন দীপাশ্রী কর্মকার।

বন্য জীবজন্তুর একাধিক দেহাংশ সহ গ্রেফতার এক নেপালের নাগরিক

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৭ মে ঃ সীমান্তে চেকিংয়ে হতবাক এসএসবি। খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে বন্য জীবজন্তুর একাধিক দেহাংশ সহ গ্রেফতার এক নেপালের নাগরিক। ধৃতের নাম ডম্বর সাবকোটা(২৯) নেপালের বাসিন্দা। সোমবার সিকিম থেকে চারচাকার গাড়ি করে নেপালে ঢোকার আগে সীমান্তে চেকিংয়ের ধৃতের কাছে থেকে হরিণের ৫টি সিং, শজারুর ৩০টি কাটা, হরিণের খুলি, সাপের হাড় ও হিমালয়ান গোরাল সিং উদ্ধার করে এসএসবি ৪১ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। ধৃতকে পরে টুকরিয়াঝাড় বনদফতর তুলে দেয় এসএসবি। আগামীকাল ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে বলে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী পাচারের সঙ্গে যুবক জড়িত কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর।

মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস সমর্থকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ মে ঃ আশঙ্কা ছিলই, আর তাই হল! ভোট শুরুর আগেই মুর্শিদাবাদের ডোমকলে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল। কংগ্রেস সমর্থকের বাড়ির লক্ষ্য করে সকেট বোমা ছোড়ার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদের বিরুদ্ধে। আবার অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার পাথরঘাটা এলাকার ঘটনা। কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটারদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে বোমাবাজি করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বস্তির বৃষ্টিতে বিপর্যয়, ইটভাটার দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু শ্রমিক দম্পতির

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ৭ মে ঃ ইটের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার মোটা বড়গাছি একটি ইট ভাটায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই শ্রমিকের নাম যোগেশ্বর হেমব্রম (২৮), ও তালা কুড়ি হেমরম (২৫)। সম্পর্কে এরা স্বামী-স্ত্রী,বাড়ি ঝাড়খন্ড রাজ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় ইট ভাটাতে কাজ করার সময় হঠাই ভাটার দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে। এরপর চেঁচামেচিতে ভাটার অন্যান্য শ্রমিকরা ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাদের দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ নিয়ে যায়।

ভোট দিলেন রাজ্যসভার তৃণমূলের সাংসদ মৌসম বেনজির নূর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ কোতুয়ালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ ভোটারদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন রাজ্যসভার তৃণমূলের সাংসদ মৌসম বেনজির নূর। ভোট দেওয়ার পর এবার দক্ষিণ মালদা কেঃেদ্র গনি ম্যাজিক নয়.মমতা ম্যাজিক কাজ করবে জানালেন তিনি।পাশাপাশি একই সঙ্গে এই বুথেই ভোট দিলেন গত চারবার এক টানা সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী এবং তার ছেলে তথা বাম কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী। বাবাকে ধরে নিয়ে.গেছে ভোট দেন তিনি।

মালদায় বিরোধী এজেন্টকে বুথে বসতে বাধা, ভয় দেখানোর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মানিকচক, ৭ মে ঃ ভোট শুরু হতেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের নাসুটোলা এলাকার ১৯০ ও ১৯১ নম্বর বুথে কংগ্রেসের এক এজেন্টকে বুথে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি স্থানীয় ভোটারদের একাংশও অভিযোগ করেছে তৃণমূলের শাসানিতে তাঁরা ভোট দিতে পারছেন না। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি তৃণমূলের। মালদার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ নাসিরের অভিযোগ, এলাকার কংগ্রেস নেতা শেখ সইফুদ্দিন এলাকা উত্তপ্ত করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও প্রিসাইডিং অফিসারের দাবি, বুথে কংগ্রেসের কোনও এজেন্টের দেখা মেলেনি। অন্যদিকে, কংগ্রেস সমর্থকের কেউ ভোট দিতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের এজেন্টের বিরুদ্ধে। মালদার মানিকচক ১৯০ নম্বর বুথের ঘটনা। নাজির হোসেন নামে এক ভোটার এই অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

ইভিএম-এ কারচুপির অভিযোগ, যন্ত্র বদলে ফের শুরু ভোট-প্রক্রিয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ মালদায় এক ভোটকেন্দ্রে ইভিএম নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। নির্দিষ্ট একটি বুথের ইভিএম যে বোতামে ভোটদান করা হোক না কেন, ভোট পড়েছে পদ্মফুল অর্থা বিজেপির চিহ্নে। এমনই অভিযোগ ওঠে মালদায় কালিয়াচক এক নং ব্লকের একটি বুথে। পরবর্তীতে ইভিএম পালটে ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে কালিযাচক এক নং ব্লকের সিলামপুর পশ্চিম বাহাদুরপুর প্রাথমিক স্কুলে। এক ভোটারের বিষয়টি নজরে আসে। তিনিই ভোটদান করে বাইরে এসে সকলকে বিষয়টি জানান। এর পরেই ওই ভোটকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখান ভোটাররা। ভোটারদের বিক্ষোভের পরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ভোটগ্রহন বন্ধ থাকে ওই ভোটকেন্দ্রে। পরবর্তীতে নতুন ইভিএম এনে আবারও ভোটগ্রহণ শুরু হয়। যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে রযেছে ওই এলাকায়। ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন প্রিসাইডিং অফিসার। এদিকে, মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির কাছে বড় ভরসা ইংরেজবাজার পুরসভা এলাকার ভোট। বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সকাল থেকেই শহরে বুথে বুথে টহল দেন। একের পর এক অভিযোগ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বুথে। শ্রীরূপা বুথের সামনে গিয়ে ভিড় দেখে পুলিশকে প্রায় ধমকে অভিযোগ করেন, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা শহরের তৃণমূল নেত্রী কাকলি চৌধুরী ওয়ার্ডের বস্তিবাসীদের নিয়ে এসে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে জ্যাম করার চেষ্টা করছেন।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে পথশ্রী প্রকল্পের সিসি রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ আটকে দিলো বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার,৭ মে ঃ ফালাকাটা ব্লকের পূর্ব দেওগাঁয়ের বাসিন্দারা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে পথশ্রী প্রকল্পের সিসি রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ করা হচ্ছে অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে কাজ আটকে দিলো । এদিন পূর্ব দেওগাঁও ১৩৬৯ পার্টের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে কাজ আটকে দেন বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, WBSRDA-র উদ্যোগে পথশ্রী ৩ প্রকল্পে মোট এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচ শত সতেরো টাকা ব্যয়ে ৩.৩ কিমি রাস্তার কাজ শুরু হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা ঢালাইয়ের সামগ্রী

খুবেই নিম্ন মানের । ফলে কাজ চলাকালীন রাস্তায় ফাটল দেখা দিচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা কাজে আসলে বাধা দেয় স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, ঢালাইয়ের সামগ্রী অর্থাৎ বিশেষত বালু পরিবর্তন করতে হবে। বালু পরিবর্তন না করা পর্যন্ত কাজ করতে দেবেন না তাঁরা। অবশেষে স্থানীয়দের দাবি মেনে ঠিকাদার সংস্থা বালু পরিবর্তন করলে সমস্যা মিটে যায়। তবে যেসব জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে সেই সব জায়গা সংস্কার করা হবে বলে ঠিকাদার সংস্থা তরফে জানানো হয়েছে।

হাফলং হাসপাতালে রোগী-অ্যাটেনডেন্টদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ 'মদ্যপ' কর্মচারীর বিরুদ্ধে

হাফলং (অসম), ৭ মে ঃ হাফলং সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আগত রোগী ও তাঁদের অ্যাটেনডেন্ট দের সঙ্গে ' অবস্থায় অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠেছে জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। এ সম্পর্কীয় একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে হাফলং সহ গোটা ডিমা হাসাও জেলায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, হাফলং সিভিল হাসাপাতালের সিটি স্ক্যান ইনচার্জ গোবিন্দ সোনার সোমবার রাতে হাসপাতালে আগত রোগীদের অ্যাটেনট্যান্ডদের সঙ্গে ' অবস্থায় অভব্য আচরণ করেছেন। সিটি স্ক্যান ইনচার্জ গোবিঃদ সোনার হাসপাতালে নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীর পরিচয় দিয়ে রোগীদের অ্যাটেনডেঃটদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছেন। গোটা ঘটনা কোনও ব্যক্তি ভিডিও রেকর্ডিং করে তা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে দেন। গোবিন্দ সোনারের বিরুদ্ধে হাসপাতালে ক্যাবিন বরাদ্দ করা এবং অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে দালালি করার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের এই কর্মচারীর হাসপাতালে আগত রোগীদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ বহুদিনের। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ।

আমিনগাঁওয়ের বুথে সপরিবারে বরপেটা সংসদীয় আসনে ভোটদান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৭ মে ঃ গুয়হাটির উপকণ্ঠ আমিনগাঁওয়ের একটি বুথে স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা, কন্যা সুকন্যা শর্মাকে নিয়ে অন্য ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে বরপেটা সংসদীয় আসনে ভোট দান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমের সংসদীয় এবং বিধানসভা এলাকা ডিলিমিটেশনের পর এবার প্রথম তিনি নিজের দলীয় প্রার্থীকে বাদ দিয়ে এনডিএ-ভুক্ত অসম গণ পরিষদের (অগপ)-প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীকে ভোট দিয়েছেন। ফণীভূষণের বিরুদ্ধে ভোটের ময়দানে রয়েছেন কংগ্রেসের দীপ বায়ন, বিপিএফ-এর দুর্গাদাস বড়ো, সিপিআইএম-এর মনোরঞ্জন তালুকদার এবং তৃণণূল কংগ্রেসের আবুল কালাম আজাদ। বরপেটায় জোটশরিক অগপ-প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীই বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করে কেন্দ্রে নরেন্দ্রমোদীর হাত শক্ত করবেন। এই দাবি আগামী ৪ জুন ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর পরিস্কার হয়ে যাবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। তিনি নতুন ও পুরাতন ভোটারদের নিজের নিজের ভোট প্রদান করে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মজবুতু রাষ্ট্র গঠনে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

অসমের চারটি সংসদীয় আসনে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৪.৮৬ শতাংশ

গুয়াহাটি, ৭ মে ঃ অসমে তৃতীয় তথা শেষ দফার চারটি সংসদীয় আসনে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সাব্বিকভাবে ভোট পড়েছে ৭৪.৮৬ শতাংশ। অত্যন্ত উসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যের চার আসনের নাগরিককুল তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। আজ ৭ মে মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে রাজ্যের চার আসন যথাক্রমে গুযাহাটি, বরপেটা, তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত কোকরাঝাড় এবং ধুবড়ির ১,৪৭৪টি শহর এবং ৮,০৪২টি গ্রামীণ সহ মোট ৯,৫১৬টি বুথে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ভোটদান চলার কথা বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। কিন্তু বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও ভোট দান চলছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, অসমের চার আসনে ৪১ জন পুরুষ এবং ছয়জন মহিলা সহ মোট ৪৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৪১,০০,৫৪৪ জন পুরুষ, ৪০,৪৮,৪৩৬ জন মহিলা এবং ১১১ জন তৃতীয় লিঙ্গ সহ মোট ৮১,৪৯,০৯১ জন ভোটার।

মাঝ গঙ্গায় ঝড় ! বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবি! নয়জন সাতরে উঠলেও দুই জনের কৃষকের মৃত্যু !

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ মাঝ গঙ্গায় ঝড় ! জমি থেকে ভুট্টা কেটে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবি ! নয়জন সাতরে উঠলেও দুই জনের কৃষকের মৃত্যু ! সোমবার সন্ধায় কালিয়াচকের রাজনগর গঙ্গার ঘাটে নৌকা ডুবে দুই জনের কৃষকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটে কালিয়াচকের রাজনগর চর বাবুপুর গঙ্গার ৪ নম্বর ঘাট এলাকায়। নিখোঁজরা হলেন আকিমুদ্দিন শেখ (৪৫)।বাড়ি পুরাতন ১৬ মাইল রেল লাইনের পাশের গ্রামে । অপরজন ফজলুর রহমান (৫০) ,বাড়ি পুরাতন ১৬ মাইলের গুরুটোলায়। গঙ্গা বক্ষে দুর্ঘটনা গ্রস্থ নৌকাটিতে ১১ জন ছিলেন। যাত্রী সকলেই কৃষক ছিলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ভুট্টার বস্তা ধরে ও কোনক্রমে সাড়ে উঠলেও দুইজন নিখোঁজ থাকে ও রাতভর চলে গঙ্গা বক্ষে খোঁজখবর। দুইজন কৃষকই সকালবেলায় ভুট্টার জমি থেকে ভুট্টা কেটে নৌকা করে বাড়ি ফিরছিল। নদীতে ঘটে এমন দুর্ঘটনা। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন নৌকা করে ছুটে যান। পুলিশ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ডাকে ছুটে আসে ডিএমজি এর এসএপি ফরথ ব্যাটেলিয়নের উদ্ধারকারী দল। উদ্ধারকারী দলের সাথে ৫০-৬০ জন মানুষ একাধিক নৌকা করে গঙ্গা বক্ষে তল্লাশি চালান। অবশেষে ভোটের দিন মঙ্গলবার সকাল নটা চল্লিশ নাগাদ প্রথমে নৌকাটি উদ্ধার হয় এবং পরক্ষণেই

দুটি মৃতদেহ মানুষের তপরতায় একই জালে উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাহমুদা আক্তার জানান,রাজনগরের চরবাবুপুর এলাকায় গঙ্গায় একটি নৌকা ডুবে যায়। প্রায. ১২-১৪ জন যাত্রী ছিলেন। ৯ জন ভালোভাবে নদীর পাড়ে উদ্ধার হলেও দুজন নিখোঁজ ছিলেন। এদিন দুই মৃতদেহ গঙ্গা থেকে কয়েকটি নৌকা সাহায্যে মৎস্যজীবী থেকে সাধারণ মানুষ এর প্রচেষ্টায় নদীপক্ষে দুই মৃতদেহ নদীপক্ষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছে বলে জানা যায়।

খাঁচাবন্দি হলো চিতাবাঘ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চা বাগানের শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার,৭ মে ঃ খাঁচাবন্দি হলো চিতাবাঘ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চিনচুলা চা বাগানের শ্রমিকরা। কয়েকদিন চিতাবাঘের আতঙ্কে দিন কাটছিল কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগানের বাসিন্দাদের। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হতেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই চিনচুলা চা বাগানে চিতাবাঘের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলেন বাসিন্দারা। এমনকি কয়েকজন শ্রমিক চিতাবাঘের হামালায় জখমও হয়েছেন। চিতাবাঘ ধরতে তাঘি।তাঁরা খবর দেন বনদপ্তরে। বনদপ্তরের তরফে এলাকায় পাতা হয় খাঁচা। এদিন সকালে খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিযেছে, চিতাবাঘটিকে সুস্থ অবস্থায.বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চিতা খাঁচাবন্দি হতেই স্বস্তিতে শ্রমিকেরা।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো বারোগড়িয়া গ্রামের দুলালী ফরেস্টে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ মে ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ঘোষপুকুর অঞ্চলের বারোগড়িয়া গ্রামের দুলালী ফরেস্টে। এরপরে ই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন পাশে থাকা চা বাগানের ম্যানেজার সহ কর্মীরা। এরপরে তারা আগুন নেপানোর কাজে হাত লাগায়। তবে আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি বনদপ্তরে কর্মীদের। তবে এ বিষয়ে বনদপ্তরের এক আধিকারিক কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। তবে এই আগুনের জেরে পাশে থাকা চা বাগান প্রচুর চা গাছ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ বালুচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮৬ নম্বর বুথে পৌনে নযটা নাগাদ পরিবারের সঙ্গে ভোট দিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

হাতাহাতিতে জড়ালেন জঙ্গিপুরের বিজেপি প্রার্থী, বিঁধলেন তৃণমূলকে

জঙ্গিপুর, ৭ মে ঃ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন খোদ জঙ্গিপুর লোকসভা কেঃেদ্রর বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষ! অজগরপাড়া ৮৮ নম্বর বুথের ঘটনা। ওই বুথে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটারদের প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। এর পরেই দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে ধাক্কা দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে ধনঞ্জযের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষ বলেছেন, আমি একজন বিজেপি প্রার্থী এবং আমাকে তৃণমূলের বুথ এজেন্ট হুমকি দিয়েছে। যদি একজন প্রার্থীর সাথে এমন আচরণ করা হয়, তবে সাধারণ মানুষের সাথে কী হতে পারে। আমরা নির্বাচন কমিশনে এই বিষয়ে অভিযোগ করব।

তেজস্বীর 'রাক্ষসরাজ' মন্তব্যকে নিশানা চিরাগ পাশোয়ান

পাটনা, ৭ মে ঃ আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের 'রাক্ষসরাজ' মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। তেজস্বী যাদবের 'রাক্ষসরাজ' মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এবার তাঁকে নিশানা করলেন এলজেপি (রাম বিলাস) দলের নেতা চিরাগ পাসোয়ান। চিরাগ বলেন, যখন আমরা বিহার নিয়ে বলি জঙ্গলরাজ, তার একটা কারণ আছে, যেভাবে ১৯৯০-এর দশকে বিহারে যেভাবে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী বিহারে অবৈধভাবে প্রবেশ করতো, খুন, ধর্ষণ, লুট ও ডাকাতি হতেই থাকতো, সেটাই আদতে ছিল জঙ্গলরাজ। কিন্তু গত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ দারিদ্রসীমার থেকে বেরিয়ে এসেছে, প্রচুর উন্নয়ন হচ্ছে। তেজস্বীর মতো লোকেরা যদি এমন পরিসংখ্যানকে 'রাক্ষসরাজ' বলে, তবে সেই 'রাক্ষসরাজ' ভাল।

ভারতে আইপিএল সেলিব্রেশনের শীর্ষ ঐতিহ্য

ইন্ডিয়ান প্রিমিযার লিগ কেবলমাত্র একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে র চেয়ে অনেক বেশি কিছু এটি একটি সাংস্কৃতিক এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা যা প্রতি বছর জাতির কল্পনাপ্রিয়তাকে বিমোহিত করে এবং Parimatch তার ফেস্টিভাল অফ উইনিংস বা উইনিং এর উৎসবের মাধ্যমে এই উত্তেজনায় অবদান রাখে। ভারত জুড়ে ক্রিকেটের জ্বর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, বিভিন্ন ঐতিহ্যের উত্থান শুরু হয়, যা দেখিয়ে দেয় করে কিভাবে ভক্তরা বিভিন্ন উপায়ে খেলাটি উদযাপন করে। নিচে ভারত জুড়ে থাকে শীর্ষ ৫টি আইপিএল উদযাপনের ঐতিহ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে পঞ্চম ঐতিহ্য হিসাবে Parimatch-এর ফেস্টিভ্যাল অফ উইনিংস -কে হাইলাইট করা হয়েছে। ১. কমিউনিটি স্ক্রীনিংবড় শহর থেকে ছোট গ্রাম, প্রচুর মানুষ আইপিএল ম্যাচ দেখতে একত্রিত হয়। আশেপাশের পার্কে স্থাপন করা অস্থায়ী পর্দা হোক বা স্থানীয় ক্লাবে প্রজেক্টর বসানো হোক না কেন, এই সমাবেশগুলি সম্প্রদায়গুলোকে একত্রিত করে, ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ঐক্যতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীরা খোলা আকাশের নিচে বা আরামদায়ক ইনডোর স্পেসে একত্রিত হয়, খেলার উত্তেজনা ভাগ করে নেয় এবং তাদের পছন্দের প্লেয়ার এর জন্য উল্লাস করে। এই সমাবেশগুলি শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের রোমাঞ্চই বাড়ায় না বরং ভক্তদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন তৈরি করে, বয়স, লিঙ্গ এবং সামাজিক অবস্থানের বাধা অতিক্রম করেই। ২. হোম গ্যাদারিংইন্ডিয়ান প্রিমিযার লিগের ম্যাচগুলি বন্ধু এবং পরিবারগুলোর জন্য একত্রিত হওয়ার এবং ক্রিকেট খেলার একটি রাত উপভোগ করার একটি উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করে থাকে। লিভিং রুমগুলি টিম ব্যানার এবং পতাকা দিয়ে সজ্জিত হয়ে একটি মিনি-স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত হয়, যখন ভক্তরা তাদের প্রিয় টিমের জন্য চিয়ার করতে জড়ো হয়। সুস্বাদু স্ন্যাকস, ঘরে তৈরি খাবার, এবং প্রাণবন্ত কথোপকথন উৎসব এই পরিবেশকে আরও জোরালো করে, যা সারাজীবনের জন্য একটি স্মৃতি হয়ে ওঠে। শেষ বলের ফিনিশের রোমাঞ্চ হোক বা অত্যাশ্চর্য ক্যাচের আনন্দ, এই অন্তরঙ্গ সমাবেশগুলি ভক্তদেরকে তাদের ঘরে বসে ঐক্যতা এবং বন্ধুত্বের এক দৃঢ় বন্ধন তৈরি করে ক্রিকেটের জাদু অনুভব করতে দেয।৩. স্ট্রিট ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতাদেশের প্রতিটি কোণে, আইপিএল-এর মৌসুমে ক্রিকেটের স্পিরিট-এ বাতাস ভরিয়ে তোলে। রাস্তা এবং খেলার মাঠ পরিণত হয় বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচের যুদ্ধক্ষেত্রে, কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিকেটাররা তাদের নায়কদের অনুকরণ করে এবং তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে।

কংগ্রেস সভাপতি বাড়িতে বোমা বাজির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হরিহরপাড়া, ৭ মে ঃ হরিহরপাড়া অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি বাড়িতে বোমা বাজির অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্মৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার পাথরঘাটা এলাকায়। কংগ্রেসের অভিযোগ ভোটারদেরকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াই। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

বুথের সামনে মহিলাদের অনশন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ হবিবপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২২ নম্বর বুথ, সাড়ে তেরোশো ভোটার, দীর্ঘদিনের রাস্তা ব্রীজের দাবি ছিল, না হওয়ায় অবশেষে বুথের সামনে মহিলাদের অনশন। রামকৃষ্ণপুর, রাধাকান্তপুর, জগন্নাথপুর, এই তিন গ্রামের বাসিন্দাদের কেউই ভোট দিবে না বলে জানান। সকাল পাঁচটা থেকে ধরনা অনশন শুরু হয় চলবে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত।

সকাল সকাল ভোট বুথে মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল সাতটা থেকে। তার আগেই বুথে বুথে ভিড়। এমনই ছবি দক্ষিণ মালদার অন্তর্গত ইংলিশবাজার বিধানসভার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় থেকে শুরু করে আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মালদা গার্লস হাই স্কুল সহ একাধিক বুথের। খুব ভালো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির কাজ রয়েছে তাই সকাল সকাল ভোট দিতে এসেছেন জানালেন মহিলা ভোটাররা।

মুর্শিদাবাদের দুটি আদর্শ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ,৭ মে ঃ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লালবাগ শহরের লালবাগ সিংহী উচ্চ বিদ্যালয় এর ১০৭ এবং ১০৮ নম্বর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র কে সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালন করা হচ্ছে, এবং এই দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র আদর্শ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করছে নির্বাচন কমিশন। সম্পূর্ণ মহিলা ভোট কর্মী দ্বারা ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলায় খুশি ভোটাররা।

পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ মঙ্গলবার, শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। সকালে ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়া শিশু নিকেত প্রাথমিক স্কুলের ঘটনা। বুথের মধ্যে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ কর্মী, দাবি শ্রীরূপার। তিনি বলেন , ভোটারদের সঙ্গে কথা বলা পুলিশের কাজ নয়। এর পরে, কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানকে ধমক দেন তিনি।

তৃণমূল কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মে ঃ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ। অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে সকাল থেকে উত্তেজনা উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের রতুয়া এক নম্বর ব্লকের হলদিবাড়ি এবং চাঁদ মনি বুথে। তার পাশাপাশি এই দুটি বুথে ভোটারদের নুর দানে বাধা দেয় শাসক দল বলেও অভিযোগ।

ডোমকলে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মীদের ভোট দিতে বাধা

মুর্শিদাবাদ, ৭ মে ঃ মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মীদের ভোট দিতে বাধাদানের অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। সেখালিপাড়া বিএসএমএম হাই স্কুলে ১৫৩ নম্বর বুথে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মী সমর্থকদের ভোট দিতে বাধার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীরা ডোমকল থানার পুলিশের দারস্থ হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাম-কংগ্রেস জোটের ভোটারদের ভোট দিতে সাহায্য করে।মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের ৭৩ নম্বর রমনা বসন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালযের ১৭০ এবং ১৭১ নম্বর বুথেও স্থানীয় ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার এবং করিমপুরে শুভরাজপুরের ৩৫ নম্বর বুথ জ্যামের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ৪৩ বছরের ক্রিকেটার! নজিরের পথে ফ্র্যাঙ্ক সুবুগা

কামপালা, ৭ মেঃ সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ! পরিস্থিতির বিচারে তাই। এ বার বিশ্বকাপে অংশ নেবে ২০টি দল। কঠিন লড়াই। তেমনই অনেক দেশের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চলেছে। প্রথম বার বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে আমেরিকা। যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে মার্কিন মুলুক। আয়োজক হিসেবে খেলার সুযোগ। তেমনই আফ্রিকা অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে উগান্ডা। আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথম বার অংশ নেবে তারা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে আগেই নজির গড়েছিল

উগান্ডা। স্কোয়াড ঘোষণার ধরনেও অভিনবত্ব দেখাল আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ। তেমনই স্কোয়াডে রয়েছে বিরাট চমক। উগান্ডার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন ৪৩ বছরের অলরাউন্ডার ফ্র্যাঙ্ক সুবুগা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উগান্ডাকে নেতৃত্ব দেবেন ব্রায়ান মাসাবা। ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াডে রয়েছেন সুবুগা। অফস্পিনার অলরাউন্ডার ফ্র্যাঙ্ক সুবুগার বয়স ৪৩। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সি ক্রিকেটারের নজির গড়তে চলেছেন। এর আগে সবচেয়ে বেশি বয়সে খেলার নজির ছিল ওমানের মহম্মদ নাদিম ও নাসিম খুশির। দুজনেরই বয়স ছিল ৪১। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে ৫৪ ম্যাচ খেলেছেন সুবুগা। সর্বাধিক স্কোর অপরাজিত ৩১। নিয়েছেন ৫৫টি উইকেট। এ বারের বিশ্বকাপে মন্থর পিচ থাকবে বলেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ফলে সুবুগার খেলার সম্ভাবনা প্রবল।

কেকেআর-কে নিশ্চিন্ত করলেন তারকা আফগান উইকেটকিপার-ব্যাটার শীঘ্রই যোগ দেবেন নাইট শিবিরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিশ্চিত করলেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ। আইপিএলের মাঝেই দলের তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানকে ফিরে যেতে হয়েছিল দেশে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন। এ কথা নিজেই জানিয়েছেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ। আসলে রহমানুল্লাহের মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে মায়ের পাশে থাকতেই আফগানিস্তানে ফিরে গিয়েছিলেন রহমানুল্লাহ। তবে, তিনি শীঘ্রই কেকেআর-এ যোগ দেবেন বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, ২০২৪ আইপিএলের প্লে অফের আগেই নাইট শিবিরে যোগ দেবেন রহমানুল্লাহ। মঙ্গলবার রহমানুল্লাহ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমার মায়ের অসুস্থতার কারণে আইপিএল থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিতে হয়েছিল। আমি খুব শীঘ্রই আবার আমার কেকেআর পরিবারে যোগ দেব, সবার মেসেজ এবং প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ। মা এখন আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন।' শুক্রবার ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের আগেই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন গুরবাজ। তারকা ওপেনারের মা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই কারণেই দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। আশঙ্কা ছিল, যদি গুরবাজ সময় মতো ফিরতে না পারেন, তবে সমস্যায় পড়তে হবে কেকেআরকে। তবে মঙ্গলবার

মেসেজের মাধ্যমে দলকে নিশ্চিন্ত করেছেন আফগান তারকা। আসলে চলতি মরশুমে গুরবাজ নাইট রাইডার্সের হয়ে সেভাবে খেলেননি। উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে খেলছেন ফিল সল্ট। ব্যাট হাতে ভালো ছন্দেও রয়েছেন সল্ট। কেকেআর-এর সাফল্যের নেপথ্যে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে সল্টের। দুর্দান্ত ফর্মে থেকে সুযোগও পেয়েছেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপের দলে। তবে টি-২০ বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড।সেই সিরিজ খেলতে হলে, সল্টকে কেকেআর ছাড়তে হবে। এহেন পরিস্থিতিতে গুরবাজ যদি আফগানিস্তান থেকে ফিরতে না পারতেন, তবে কেকেআর-এর সমস্যা বাড়ত বৈকি। এই মুহূর্তে আইপিএলে কেকেআর বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। তারা কার্যত প্লে-অফে পৌঁছেই গিয়েছে। ১১ ম্যাচ খেলে ৮টিতে জিতেছে নাইটরা। ৩টি ম্যাচ হেরেছে। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দু'বারের চ্যাম্পিয়নদের এখনও তিনটি লিগের ম্যাচ বাকি আছে। ১১ মে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলবে নাইটরা। ১৩ মে গুজরাট টাইটান্স এবং ১৯ মে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলা বাকি শ্রেয়স আইয়ারদের। এদিকে আইপিএলের প্লে-অফ ২২ মে আমদাবাদে এলিমিনেটর দিয়ে শুরু হবে। তার পরে চেন্নাইতেই ২৪ মে কোয়ালিয়ার-টু এবং ২৬ মে একই মাঠে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

আইপিএলের জন্যই বিশ্বকাপ জিততে সুবিধা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার, জানালেন ওয়ার্নার

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ এক দিনের বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে রয়েছে আইপিএল। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার এমনটাই মনে করছেন। গত বছর ভারতকে হারিয়ে এক দিনের বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই জয়ের জন্য আইপিএলকে কৃতিত্ব দিলেন ওয়ার্নার। বিশ্বকাপে টানা ১০টি ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে হেরে যান রোহিত শর্মারা। সেই ম্যাচে ওয়ার্নার খুব বেশি রান করতে পারেননি। কিন্তু অন্য ওপেনার ট্রেভিস হেড ১২০ বলে ১৩৭ রান করেন। সহজেই ২৪১ রান তাড়া করে জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সেই জয় প্রসঙ্গে ওয়ার্নার বলেন, ''আমরা আইপিএল খেলেছি। জানি ভারতের পিচ কেমন। আবহাওয়া, পরিস্থিতি, পিচ, সবই আমাদের পরিচিত। লাল মাটি হলে কেমন পিচ হবে, কালো মাটি হলে কেমন হবে আমরা সবই জানতাম। এগুলোই আমাদের সাহায্য করেছে।'' টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ওয়ার্নার। তিনি এই বছর টি-

টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবেন। এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল আমদাবাদে। সেটাও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে গিয়েছিল বলে মনে করছেন ওয়ার্নার। তিনি বলেন, ''আমাদের কিছু হারানোর ছিল না। ২০০৯ সাল থেকে আমরা ভারতের মাঠগুলো ভাল করে চিনতে শুরু করেছি। আমদাবাদ এমন একটা মাঠ, যেখানে অস্ট্রেলিয়ার মতোই বাউন্ডারি। আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম মেলবোর্নের মাঠকে মাথায় রেখে। বল করার সময় ভারতকে আমরা দূরের বাউন্ডারিতে মারতে বাধ্য করছিলাম। বুকের উচ্চতায় বল করছিলাম। ব্যাট করার সময় ফাঁক খুঁজছিলাম মেলবোর্নকে মাথায় রেখেই। সেই কারণে সহজে দু'রান নিতে পারছিলাম।'' ওয়ার্নার মনে করেন না অস্ট্রেলিয়ার জয়টা নিছক কোনও ঘটনা। তাঁর মতে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা পরিকল্পনা কাজে লাগাতে সফল হয়েছিল। ওয়ার্নার বলেন, ''আমাদের দল খুবই অভিজ্ঞ। যে ভাবে খেলব ভেবেছিলাম, ঠিক সে ভাবেই খেলতে পেরেছি। কারণ আমরা উইকেটটা বুঝতে পেরেছিলাম।''

লখনউ-কলকাতা-গুয়াহাটি-বেনারস হয়ে অবশেষে শহরে কেকেআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ঘরের মাঠে হারিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অ্যাওয়ে ম্যাচেও তাদের বিরুদ্ধে বিশাল জয়। এরপরই বিরাট সমস্যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স টিম। গত কাল লখনউ থেকে কলকাতা রওনা হয়েছিলেন শ্রেয়স, রিঙ্কু, রাসেলরা। পৌঁছলেন আজ দুপুর গড়ানোর পর! যে কারণে লিখতে হচ্ছে, অবশেষে কলকাতায় পৌঁছল কেকেআর টিম। অবশেষে কলকাতায় টিম হোটেলে কেকেআর প্লেয়াররা। বৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় ছিল পুরো বাংলা। তীব্র দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা। শহর কলকাতার পরিস্থিতিও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। স্বস্তির বৃষ্টির অপেক্ষা মেটে সোমবার সন্ধ্যায়। আর এতেই নাজেহাল অবস্থা কেকেআর টিমের! শহর কলকাতার স্বস্তিই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় কেকেআরের জন্য। লখনউ থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে রওনা হয়েছিল কেকেআর টিম। কলকাতায় বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। মন্দ আবহাওয়ার কারণে ফ্লাইট ল্যান্ড করার অনুমতি মেলেনি। কলকাতার আকাশ থেকে টিমের ফ্লাইট নিয়ে যাওয়া হয় গুয়াহাটিতে। সেখানে বেশ কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। অবশেষে ফ্লাই করার গ্রিন সিগন্যাল মিলেছিল। সব কিছু ঠিক থাকলে সোমবার রাত ১১টা নাগাদ কলকাতায় ল্যান্ড করার কথা ছিল। সেটাও হয়নি। গুয়াহাটি থেকে রওনা হলেও কলকাতার আকাশে চক্কর কাটতে হয় বেশ কিছুটা সময়। আবহাওয়ায় উন্নতি হয়নি। অগত্যা বিমান ফের নতুন গন্তব্যে। সোমবার রাতে কলকাতায় বিমান অবতরণের অনুমতি না মেলায় বেনারস চলে যায় কেকেআর টিম। সেখানে গভীর রাতে পৌঁছয়। রাতে সেখানেই বিশ্রাম। সকালে গঙ্গাবক্ষে নৌকো ভ্রমণ। দুপুর নাগাদ বেনারস থেকে কেকেআরের ফ্লাইট রওনা হয়। দুপুর গড়িয়ে টিম পৌঁছয় কেকেআর। লখনউ থেকে কলকাতা, সেখান থেকে গুয়াহাটি, আবার কলকাতা, তারপর বেনারস অবশেষে কলকাতা।

শাকিব ফের বিতর্কে, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ফ্যানকে মারতে গেলেন চড়!

ঢাকা, ৭ মেঃ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে বড় বিতর্ক। বাংলাদেশের পোস্টার বয় শাকিব আল হাসান আবারও সংবাদের শিরোনামে উঠে এলেন। তিনি ম্যাচ চলাকালীন এক অনুরাগীকে চড় মারতে উদ্যত হলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছেন। এই ঘটনায় বাংলাদেশ ক্রিকেটমহলে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলি স্টেডিয়ামে ঘটে গিয়েছে এক অপ্রীতিকর ঘটনা। সুপার লিগে শাকিব খেলছেন শেখ

জামালের হয়ে। প্রাইম ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফাঁকেই শাকিব কথা বলছিলেন কোচ সালাউদ্দিনের সঙ্গে। সেইসময় মাঠের বাইরে থেকে দৌড়ে আসেন এক শাকিব-ফ্যান। তিনি প্রথমে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন দেশের সেরা ক্রিকেট আইকনকে। তারপরে নিজের মোবাইল ফোনে সেলফি তুলতে উদ্যত হন। এই ঘটনায় প্রথমে শাকিব ওই ফ্যানকে নিষেধ করলেও কথা শোনেননি। তারপরেই শাকিব তাঁর ঘাড় চেপে ধরেন। এমনকী চড়ও মারতে যান। শুধু তাই নয়, ওই ক্রিকেট অনুরাগীর মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নিতে যান। ওই ঘটনায় অনুরাগী শাকিবের আচরণে তাজ্জব বনে যান। খেলা শেষে ম্যাচ রেফারি ডেকে পাঠান শাকিবকে। তিনি এর আগেও নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন। এবার ফ্যানকে নিগ্রহ করে তিনি নিজেই ফের বিতর্ক সৃষ্টি করলেন। এর আগে শাকিব নির্বাচনের সময়ও এক অনুরাগীকে নিগ্রহ করেছিলেন। সেই নিয়েও তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তনরা। শাকিবের এমন আচরণের সমালোচনা হলেও অনেকে দোষ দেখছেন ওই সমর্থকেরও। ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে ঢুকে খেলোয়াড়ের সঙ্গে নিজস্বী তোলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এতে খেলোয়াড়দের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। সেই কারণেই শাকিব এতটা রেগে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতীয় দলে ডাক পেলেন মোহনবাগানের ৮ ফুটবলার! ৪১ জনকে নিয়ে অনুশীলন করবেন ইগর স্টিমাচ

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ মঙ্গলবার ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের শিবিরের জন্য দ্বিতীয় দফায় দল বেছে নিলেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ ইগর স্টিমাচ। ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল ভারতীয় সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থা এআইএফএফ। জাতীয় দলের শিবিরে ডাক পেলেন মোহনবাগানের ৮ জন ফুটবলার। এরআগে ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিলেন জাতীয় দলের কোচ, সেই স্কোয়াডে ছিলেন না আইএসএলের দুই ফাইনালিস্ট মোহনবাগান এসজি ও মুম্বই সিটি এফসির ফুটবলাররা। মঙ্গলবার এই দুই দল থেকে ১৫ জন ফুটবলারকে শিবিরে ডাকলেন ইগর স্টিমাচ। এরমধ্যে ৮ জনই মোহনবাগান এসজি দলের সদস্য। এরমধ্যে আছেন আনোয়ার, সাহাল, শুভাশিস, বিশাল কাইথরা। জাতীয় শিবিরে মোট ৪১ জন খেলোয়াড় অংশ নেবেন। ব্লু টাইগাররা ৬ জুন কলকাতায় কুয়েতের মুখোমুখি হবে ১১ জুন কাতারের বিরুদ্ধে গ্রুপ এ-এর শেষ দুটি ম্যাচে। ভারত বর্তমানে চার ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের রাউন্ড ৩-এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে এবং এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ সালের প্রতিযোগিতায় স্থান নিশ্চিত করবে।

যেই ১৫ জন ফুটবলার ডাক পেলেন-গোলরক্ষক-টেম্পা লাচেম্পা, বিশাল কাইথ।

ডিফেন্ডার-আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, মেহেতাব সিং, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বোস।

মিডফিল্ডার-অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংড়ি, রালতে, ছাংতে, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ।

ফরোয়ার্ড-মনবীর সিং, বিক্রম প্রতাপ সিং।

বর্তমানে যেই ৪১ জন ফুটবলার অনুশলীনে যোগ দেবেন-গোলরক্ষক-অমরিন্দর সিংহ, গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, টেম্পা লাচেম্পা, বিশাল কাইথ।

ডিফেন্ডার-অময় গণেশ রানাওয়াডে, জয় গুপ্ত, লালচুংনুঙ্গা, মুহম্মদ হাম্মাদ, নরেন্দ্র গহলৌত, নিখিল পুজারি, রোশন সিংহ, আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, মেহেতাব সিং, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বোস।

মিডফিল্ডার-ব্রেন্ডন ফের্নান্দেস, এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, ইমরান খান, ইশাক ভানলালরুয়াতফেলা, জিকসন সিংহ, মহেশ নাওরেম, মহম্মদ ইয়াসির, নন্দকুমার, রাহুল কান্নোলি, সুরেশ সিংহ, ভিবিন মোহনন, অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংড়ি, রালতে, ছাংতে, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ।

ফরোয়ার্ড-ডেভিড, জিতীন মাদাথিল, লালরিনজুয়ালা, পার্থিব গগৈ, মনবীর সিং, বিক্রম প্রতাপ সিং, রহিম আলি, সুনীল ছেত্রী।

ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত ইউনাইটেড

লন্ডন, ৭ মেঃ এবার ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সোমবার রাতে প্যালেসের কাছে ৪-০ গোলে পরাজিত হয়ে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের অষ্টম স্থানে নেমে গেছে রেড ডেভিলসরা। এর ফলে আগামী মরসুমে ইউরোপা মরসুমে ইউনাইটেডের খেলা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। লন্ডনের সেলহার্স্ট পার্কে মাইকেল ওলিস জোড়া গোল করেছেন। এছাড়া স্কোরশিটে আরো নাম লিখিয়েছেন ইন-ফর্ম জিন-

ফিলিপ মাতেতা ও টিরিক মিচেল। ফেব্রুয়ারিতে অলিভার গ্লাসনারকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেবার পর উড়তে থাকা ঈগলসরা এর মাধ্যমে নিজেদের আরো এগিয়ে নিয়ে গেল। একইসাথে বড় এই পরাজয়ে ইউনাইটেড বস এরিক টেন হাগ আরো একবার চাপে পড়লেন। ইউনাইটেডে নিজের দ্বিতীয় মেয়াদে ইতিমধ্যেই ক্লাবটির সবচেয়ে বাজে কোচের তকমা তার গায়ে লেগে গেছে। কাল ম্যাচ শেষে হতাশ টেন হাগ বলেছেন, ''আমি লড়াই চালিয়ে যাবো। দলকে সেরা পর্যায়ে প্রস্তুত করে তুলতে যা করার প্রয়োজন ছিল আমি করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা যথেষ্ঠ ছিল না। অন্তত এতদূর এসে তাই মনে হচ্ছে। সে কারণে এই ব্যর্থতার সব দায়ভার আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'' ১৯৮৯-৯০ মরসুমের পর মাত্র একবার ইউরোপীয়ান প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিত ছিল ইউনাইটেড। ১০ বছর আগে ডেভিড ময়েসের অধীনে ওই আসরে ইউনাইটেড টেবিলের সপ্তম স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছিল। যে কারণে মাত্র চার ম্যাচ পরেই স্কটিশ ময়েসকে ইউনাইটেড ছাড়তে হয়েছিল। প্রিমিয়ার লিগের আধুনিক যুগে ইউনাইটেড কখনই সাত নম্বরের নিচে থেকে লিগ শেষ করেনি। রবিবার আর্সেনালের বিপক্ষে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচের আগে ইউনাইটেডের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে তাতে ওই রেকর্ড হয়তো আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। ইউনাইটেডের এই ব্যর্থতার অন্যতম মূল কারণ ইনজুরি সমস্যা। মূল দলের খেলোয়াড়দের ইনজুরি প্রায় সময়ই টেন হাগকে দল নির্বাচনে সমস্যা ফেলেছে। কালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ডাচম্যান টেন হাগকে বাধ্য হয়েই কাসেমিরোকে সেন্টার-ব্যাক পজিশনে খেলাতে হয়েছে। কাসমিরোর সাথে আরো ছিলেন ৩৬ বছর বয়সী জনি ইভান্স। অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজও ইনজুরির কারণে গতকাল অনুপস্থিত ছিলেন। ক্যারিয়ারে ইনজুরির কারণে কখনো ক্লাবের কোনও ম্যাচে অনুপস্থিত থাকার রেকর্ড ফার্নান্দেজের এটাই প্রথম। টেন হাগ বলেন, ''পুরো মরসুমে আমাদের ইনজুরি সমস্যা দারুণ ভুগিয়েছে। ২০২৪ সালে এটা আমাদের চতুর্থ পরাজয়। যা খুব একটা বেশি নয়। প্রতিবারই আমরা বেশ কিছু সমস্যায় ভুগেছি। সবসময়ই সমস্যাগুলো কাটিয় উঠতে পেরেছি, কিন্তু আজ আর সেটা সম্ভব হয়নি।'' যদিও গতকাল ইউনাইটেডের মধ্যে কোনও ধরনের লড়াইয়ের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়নি। গত সাত ম্যাচে রেলিগেটেড হওয়া শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে রেড ডেভিলসরা একমাত্র জয় তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে প্যালেস প্রাক্তন এইনট্র্যাখট ফ্রাংকফুর্ট বস গ্লাসনারের অধীনে শেষ পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে। গ্লাসনার বলেছেন, ''প্রথমার্ধে আমরা খুব একটা ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রেখেছিলাম। পরের অর্ধে আমরা দারুণভাবে মানিয়ে নেই। দ্বিতীয়ার্ধটা অনেক ভাল ছিল। অনেক বেশি সুযোগ আমরা তৈরি করেছি এবং দারুণ কিছু গোল দিয়েছি।'' ইতিমধ্যেই আগামী মরসুমে ওলিসকে দলে নিতে ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কাল আরো একবার ওলিস প্রমাণ করেছেন কেন শীর্ষ দলগুলো তাকে পেতে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ১২ মিনিটে প্রথম গোল করে ওলিস প্যালেসকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধে ইউনাইটেড টার্গেটে একটি শটও করতে পারেনি। উল্টো আরো এক গোল হজম করে ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সফরকারীরা। গ্লাসনারের অধীনে একেবারেই বদলে যাওয়া মাতেতা ৪০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুন করেছেন। লিগে ১১ ম্যাচে এটি তার নবম গোল। বিরতির পরও ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে তেমন কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। ৫৮ মিনিটে সেট পিস থেকে মিচেল দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন। ৬৬ মিনিটে শক্তিশালী শটে আন্দ্রে ওনানাকে পরাস্ত করেন ওলিস। আগামী ২৫ মে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে এফএ কাপের ফাইনাল টেন হাগের জন্য সর্বশেষ একটি সুযোগ হতে পারে। অন্তত সেই পর্যন্ত তিনি ইউনাইটেডে টিকে থাকছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com